এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৭ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সিবিআইয়ের 'শ্লথগতি' নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ
জোড়া ফুল ও দলীয় তহবিলের রাশ কার হাতে? ৭

কলকাতা ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ১৪ ভাদ্র ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৮২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.09.2026, Vol. 20 Issue No. 82, 8 Pages, Price 3.00

'এক নম্বরে নন্দীগ্রাম'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার উপনির্বাচনে ১ লক্ষ ৯ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভায় পদ্ম ফুটিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। নিজের ছেড়ে দেওয়া আসন নন্দীগ্রামে ফলতার চেয়েও বেশি ভোটে বিজেপিকে জয়যুক্ত করতে আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করে তিনি জানালেন, উন্নয়নে অগ্রাধিকার পাবে পূর্ব মেদিনীপুরের ওই বিধানসভাই। শুভেন্দুর কথায়, 'নন্দীগ্রাম ভাল থাকলে আমি ভাল থাকব।'

মুখ্যমন্ত্রী খতিয়ান দিয়েছেন, নন্দীগ্রাম থেকে অন্নপূর্ণা যোজনায় ৬৭ হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আরও সাত হাজার মহিলা ওই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও নজর দিয়েছেন তাঁরা। রেয়াপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যাসংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৬০ করা হয়েছে। এমন আরও কিছু ঘোষণার পরে ফের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন বর্তমান। 'এখানে হেরে গিয়েছিলেন বলে ৯ শহিদ পরিবারকে চাকরি দেননি। আমি সরকারে এসেই সেই ৯ শহিদ পরিবারকে চাকরি দিয়েছি।' মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর।

নন্দীগ্রামে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

২০২১ সালে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৫৬ ভোটে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু। ২০২৬ সালে সেই ব্যবধান বেড়ে সাড়ে ৯ হাজারের বেশি হয়। তবে ২০১৬ সালে ওই নন্দীগ্রাম থেকেই তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে ৮১ হাজারের বেশি ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনের আগে সেই ফলের কথা টেনে আনলেন এ বার ভবানীপুরে তৃণমূলনেত্রী মমতাকে হারানো শুভেন্দু। মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে তিনি বলেন, 'একবার ৮২ হাজার ভোটে জিতিয়েছিলেন। মনে আছে তো? ফলতার উপরে যাবেন তো? দু'হাত তুলে কথা দিন। রাজ্যের উন্নয়ন তো করবেই। অগ্রাধিকারে এক নম্বরে থাকবে নন্দীগ্রাম।'

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সমবায় আন্দোলন বৃহত্তর অর্থনৈতিক আন্দোলন। সমবায়কে আরও বাড়াতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সমবায়কে আরও জোর দেওয়া উচিত। তাহলে কর্মসংস্থান বাড়বে। সমবায়ের উন্নতি হলে নারীর ক্ষমতায়নও হবে বলে জানান শুভেন্দু। গত ১৫ বছরে সমবায় অবহেলিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, সমবায় কী জিনিস বোঝার চেষ্টা করেনি বিগত সরকার। স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, এমনকী প্রাইমারি সমিতিতেও বহু বছর ধরে নির্বাচন হয়নি। সমবায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার সমবায়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সব পদক্ষেপ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন তিনি সমবায় সমিতির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসকে দু'টি উপদেশ দেন। প্রথম, কো-অপারেটিভে লোন দেওয়া ও লোন আদায় করার ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকতে হবে। আত্মীয়তা বাড়িতে দেখানোর পরামর্শ দেন শুভেন্দু। প্রত্যেক বছর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে অডিট করারও পরামর্শ দেন। শুভেন্দুর দ্বিতীয় উপদেশ, ম্যানেজমেন্ট খরচ কমাতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'অতিথি এলে ৩টে জিনিস দিয়ে বরণ করার দরকার নেই। একটা কোনও জিনিস দিয়ে বরণ করবেন। হয় একটা ফুলের স্টিক, নয় একটি উত্তরীয়, নয় মাতৃমূর্তি। এতগুলো উপহার দেওয়ার দরকার নেই। ম্যানেজমেন্ট কস্ট তো আপনার পকেট দিয়েই যাচ্ছে।'

তৃণমূল জমানার শেষ পাঁচ বছরে নন্দীগ্রাম উপেক্ষিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বার বার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে এ নিয়ে নিশানা করেন তিনি। এমনকি, অভিযোগ করেন, ২০২১ সালে তাঁর কাছে হারের পর রাগে-হিংসায় নন্দীগ্রামের যাবতীয় উন্নয়ন বন্ধ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু উদাহরণ টানেন রেল প্রকল্পের। নন্দীগ্রামে রেলস্টেশন করার দাবি অনেক পুরনো। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, মাত্র ছয় একর জমির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেটুকুও রেলকে দেয়নি। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সাড়ে তিন একর জমি রেলকে হস্তান্তর করেছেন। বাকিটাও আগামী মার্চের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নন্দীগ্রাম-বটতলা রেলস্টেশনে উঠব। বাজকুলে গিয়ে নামব। প্রথম ট্রেনে আমিই চড়ব আপনাদের নিয়ে। কারও কোনও অভাব থাকবে না।'

আলবিদা আলবিসেলেস্তে

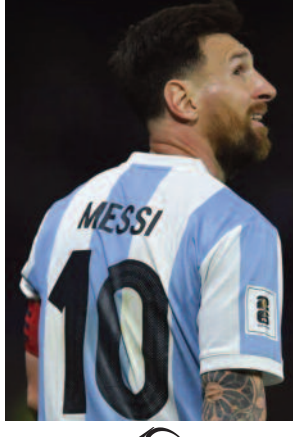

আর্জেন্তিনার জার্সিতে চির অবসরে মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা বিশ্ব ফুটবলে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাল। দীর্ঘ ২১ বছরের বর্ণময় ক্যারিয়ারের ইতি টেনে আর্জেন্টিনার এই কিংবদন্তি সামাজিক মাধ্যমে একটি আবেগঘন বার্তা প্রকাশ করেছেন। নিজের হাতে লেখা তিনটি পাতার মাধ্যমে তিনি ভক্তদের উদ্দেশে বিদায়ের কথা জানান এবং স্পষ্ট করে দেন যে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল।

বিদায়বার্তায় মেসি লিখেছেন, তিনি সবসময় দেশের জার্সির মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছেন। মাঠে প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই করেছেন এবং ফুটবলের মাধ্যমে আর্জেন্টিনার মানুষকে আনন্দ ও গর্ব উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর মতে, এখন সময় এসেছে নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান ফুটবলারদের সামনে এগিয়ে আসার। তিনি বিশ্বাস করেন, দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হাতে রয়েছে এবং তরুণদের সুযোগ করে দেওয়াই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান অসাধারণ। ২০৭টি ম্যাচে ১২৫টি গোল করে তিনি দেশের ইতিহাসের অন্যতম সফল ফুটবলার হিসেবে নিজের নাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ২০০৫ সালে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেকের সময় প্রথম ম্যাচেই লাল কার্ড দেখেছিলেন। সেই হতাশাজনক সূচনা থেকে শুরু করে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো তাঁর যাত্রাপথ ছিল অনুপ্রেরণামূলক।

মেসির ক্যারিয়ারে বহু উত্থান-পতন এসেছে। ২০১৬ সালে কোপা আমেরিকার ফাইনালে পরাজয়ের পর তিনি একবার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের সমর্থকদের ভালোবাসা এবং দলের প্রয়োজন তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনে। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আর্জেন্টিনাকে ফাইনালিসিমা জেতান, টানা দু'বার কোপা আমেরিকার শিরোপা এনে দেন এবং ২০২২ সালে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বকাপও জেতান।

ইরানি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক মোদীর পুতিনের সঙ্গেও কথা

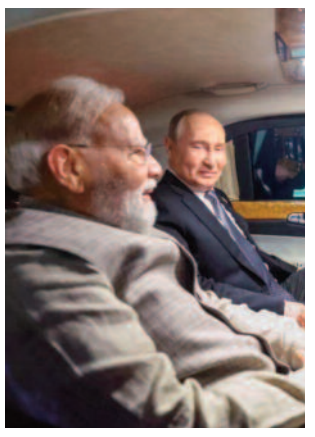

বিশকেক, ৩১ অগস্ট: ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের সঙ্গে বৈঠক সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিদেশ মন্ত্রক জানাচ্ছে, পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে 'সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন' (এসসিও)-এর রাষ্ট্রনেতাদের সম্মেলন। ওই সম্মেলনের পার্শ্বৈঠকে এ বার মুখোমুখি বসলেন মোদী-পেজেশকিয়ান। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে পার্শ্বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে কথা বলেন মোদী।

২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন মোদী। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদসংস্থা তাসনিম জানিয়েছে, বৈঠকে উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে। পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে, এমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরান ও ভারতের মধ্যে যৌথ সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন মোদী ও পেজেশকিয়ান। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচি এবং অন্যান্য শীর্ষকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন হাই প্রোফাইল বৈঠকে।

'যোগ্য' শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ল ৩১ মে পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: নিয়োগ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে 'যোগ্য' শিক্ষকদের স্বস্তি। আগামী বছরের ৩১ মে পর্যন্ত চাকরি বহাল থাকছে ১৭ হাজার শিক্ষকের। সোমবার এমনটাই জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত সাফ জানাল, ৩১ মে, ২০২৭ এর মধ্যে গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে রাজ্যকে। কোনওভাবেই আর বাড়তি সময় দেওয়া হবে না। এটাই শেষবার। ফলত আরও ন'মাস কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা। এবং আরও ন'মাস নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় পাচ্ছে রাজ্য সরকার এবং স্কুল সার্ভিস কমিশন।

আইনজীবী সুদীপ্ত সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, 'আমরা চাই সুপ্রিম কোর্ট যে সময়সীমা দিয়েছে তার মধ্যেই নতুন নিয়োগ সম্পূর্ণ হোক। যদি তা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে এই সরকারও চায় না যাঁরা যোগ্য, ফ্রেশার তাঁদের চাকরি হোক।'

তৃণমূল আমলে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলা। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সেই মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগে গতবছর এসএসসির ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। চাকরি হারান ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। এরপর পড়ুয়াদের কথা ভেবে প্রথমে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যোগ্যদের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। তবে ওই সময়ের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। তবে ওই সময়ের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজের মেয়াদ বাড়িয়ে করা হয় ৩১ অগস্ট। এই সময়ের মধ্যে নতুন করে ওই শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

এরমধ্যেই রাজ্যে পালাবদল ঘটে যায়। এই বিষয়ে ফের সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার এবং এসএসসি। সময় চেয়ে মামলা দায়ের হয়। এদিন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি শচিন সচদেবার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। শুনানিতে সরকার এবং এসএসসির আবেদন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। তবে এ-ও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটাই শেষ বার। এর পর আর কোনও অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে না রাজ্যকে। এই সময়সীমার মধ্যেই শেষ করতে হবে যাবতীয় নিয়োগ। উল্লেখ্য, দীর্ঘ দিন শিক্ষকতা করেও প্রায় ১০ বছর পর ২০২৫-এর সেপ্টেম্বরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে হয়েছে চাকরিহারাদের।

প্রত্যাশারও বেশি বৃদ্ধি জিডিপির

নয়াদিল্লি, ৩১ অগস্ট: একদিকে আমেরিকা-ইরানের যুদ্ধ। অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কবোমা। আশঙ্কা ছিল এর প্রভাব হয়তো পড়বে দেশের অর্থনীতিতে। কিন্তু সব প্রত্যাশা ছাপিয়ে গিয়েছে জিডিপি বৃদ্ধির হার। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৬-২৭ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধি ৭.৮ শতাংশ।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ভারতের প্রকৃত জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) বৃদ্ধির হার দাঁড়াল ৭.৮ শতাংশ। সোমবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবর্ষের একই ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের প্রকৃত জিডিপি-র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে এই পরিমাণ ছিল ৭৫.৪৬ লক্ষ কোটি টাকা। জিডিপি বৃদ্ধির এই হার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ৭ শতাংশ পূর্বাভাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। জুনে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য আরবিআই ৭ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছিল।

এদিন এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে নির্মলা জানিয়েছেন, চলতি অর্থবর্ষে জিডির এই মানের নেপথ্যে রয়েছে ভারতীয় জনতা ও তাঁদের কঠোর শ্রম। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, জিডিপি বৃদ্ধির হার বুঝিয়ে দিচ্ছে যাঁরা সবটায় 'গেল গেল' রব তোলেন তাঁদের হতভম্ব করে এগিয়ে চলেছে দেশ।

মোদীকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমাদের জনগণের সমবেত শক্তির কারণেই বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা, তেলের দামের আকস্মিক ওঠানামা এবং সরবরাহজনিত সমস্যা সত্ত্বেও ভারত এই বৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।'

মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে নিখোঁজ

কাঠমান্ডু, ৩১ অগস্ট: নেপালে হড়পা বান বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়ে গেল। সোমবার সকালে নেপাল পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৯০৩টি দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। নিখোঁজ ৪২৪৭ জন। তাঁদের মধ্যে ৩২০ জন বিদেশি নাগরিক। নেপালের উদ্ধারকাজ সোমবার ষষ্ঠ দিনে পড়েছে। আধিকারিকদের অনুমান, এখনও বহু দেহ কাদামাটির পুরু স্তরের নীচে আটকে রয়েছে। সেগুলি উদ্ধার করতে আরও সময় লাগবে।

দেহ উদ্ধার করা হলেও শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া এগোচ্ছে না। অধিকাংশ দেহই শনাক্ত করার মতো পরিস্থিতিতে নেই। দেখে চেনার উপায় না থাকায় ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছে। দেহগুলি বেশি দিন ফেলে রাখতেও পারছেন না কর্তৃপক্ষ। নেপালের মর্গে আর জায়গা হচ্ছে না। অস্থায়ী ভাবে কিছু ভবন চিহ্নিত করে সেখানে দেহ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তা দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণের পরিকাঠামো নেই। তাই নেপাল সরকার দেহগুলির পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে গণকবরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কলকাতার একটি পর্যটকদলও নেপালে নিখোঁজ। তাতে ৩২ জন ছিলেন। তাঁদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মোট ৩৭ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ ভারতীয়দের সকলে অবশ্য পর্যটক নন। কেউ কেউ গিয়েছিলেন সেখানকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে শ্রমিকের কাজ করতে। এ ছাড়া, নেপালের অনেক সেনা জওয়ান ও পুলিশ আধিকারিকেরও খোঁজ পাওয়া যায়নি হড়পা বানের পর থেকে।

সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সাংবাদিক পেনশন যোজনা ২০২৬
সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে
২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে দ্বিগুণ বেড়ে ৫ হাজার টাকা হল।
এবং
মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনায় সাংবাদিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ
সমস্ত ইচ্ছুক ও যোগ্য সাংবাদিকগণ এই বীমা যোজনার আওতায় আসবেন।
কর্মসূচি দুটির শুভসূচনা করবেন
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
গৌরবময় উপস্থিতি
ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রীমতী সুমনা সরকার
মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রীমতী পূর্ণিমা চক্রবর্তী
মাননীয়া রাষ্ট্রমন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৯ সেপ্টেম্বর | নবান্ন সভাঘর | সকাল ১১টা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ | পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ICA-D1328(21)/2026

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **MOUBANI MONDAL** presently known as SALMA KHATUN D/O Milan Mondal, Date of birth 02/01/2001, residing at Vill.- 12/S, Prabhuram Sarkar Lane, Tangra, Kolkata-700015 do hereby declare vide affidavit before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 31.08.2026 that I have relinquished my Hindu religion and my said hindu name as MOUBANI MONDAL and have embraced Islam and henceforth I will be known as SALMA KHATUN from now onwards.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 44 নং এফিডেভিট বলে আমি Mahebub Rahaman ও Mehbub Rahman, S/o. Sk Bani Amin, সাং পূর্ব কেশবপুর, বাজিতপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪০৫, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Jannat Khatun.

গত 03/05/2024, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 3012 নং এফিডেভিড বলে আমি Kartick Chakrabarty, Kartik Chakrabarti, Kartick Chandra Chakraborty ও Kartick Chandra Chakrabarty S/o. Late Bibhutibhushan Chakrabarty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 20253 নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Rafik Sekh ও Mr. Rafik Sk, S/o. Mannan Sekh R/o. Sripala, Pandua, Hooghly-712149, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14859 নং এফিডেভিট বলে আমি Arjun Das S/o. Nagen Das ও Arjun Ch Das S/o. N. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14858 নং এফিডেভিট বলে আমি Sadhan Kole S/o. Manindra Kole ও Sadhan Ch. Koley S/o. M. N. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14760 নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Banerjee ও Swapan Kr. Banerjee S/o. Mrityunjay Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 21/08/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 40 নং এফিডেভিট বলে আমি Joydeep Bhar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nikhil Bhar ও N. Dhar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল পিয়ালী ঘোষ, স্বামী - নয়ন ঘোষ, ঠিকানা মদনপুর, ১ নং গোবিন্দনগর, থানা - চাকদহ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২৪৫, তাঁর বাসভবন থেকে তাঁর নিজ নামের (পিয়ালী ঘোষ) ১৭.০৩.১৯৯৯ তারিখের ১৯৯৯ সালের ১৩২৫ নং মূল নিবন্ধিত দলিলটি হারিয়েছেন বা ভুল জায়গায় রেখেছেন, যা গত ১৩.০৭.২০২৬ তারিখে তাঁর নজরে আসে এবং এর জন্য তিনি গত ০৬.০৮.২০২৬ তারিখে চাকদহ থানায় জি.ডি.ই. নং ৪৮/২৬-এর মাধ্যমে একটি জেনারেল ডায়েরি করেছেন।
যদি কেউ দলিলটি খুঁজে পান, অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে তা জানাবেন।

প্রসেনজিৎ ঘোষ
অ্যাডভোকেট
টি১৪, ৩য় ফ্লোর, ১৯, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ৭০০৩৮৫৫৭৪৪
মেল : infralegalservices1@gmail.com

NOTICE

IN THE COURT OF THE LD. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE, R.D. COURT PASCHIM MEDINIPUR
REF: J. MISC. CASE NO. 20/2025 (CIS 83/25) D/F: 23.09.26
PETITION FOR PERMISSION TO SALE THE DEITY PROPERTY BY TRUST COMMITTEE OF SRI SRI ISWAR HORI JEW THAKUR OF VILLAGE NAYA UNDER PS PINGLA, DIST- PASCHIM MEDINIPUR.
1) SACHINDRA NATH BERA S/O Late Gunadhar Bera, 2) NARAYAN CHANDRA MANA S/O-Narendra Nath Mana, 3) NIMAI CHAND MAJI S/O Bhuban Chandra Maji, 4) TARUN CHAKRABORTY S/O Late Niranjan Chakraborty, 5) LAKSHMIKANTA SENI S/O Ananta Seni Sl. No. 1 to 5 are of Vill & P.O Naya, P.S Pingla, Dist- Paschim Medinipur, Pin No. 721140...PETITIONERS
TO WHOM IT MAY CONCERN
Whereas the above named Petitioners have filed the above noted J. Misc. Case No. 20/2025 for necessary permission to sell the schedule below land on behalf of Iswar Hari Jew Thakur of Vill - Naya, P.S - Pingla, Dist Paschim Medinipur.
AND
Whereas the said J. Misc. Case now has been pending before the Ld. Court of the Additional District Judge, R.D. Court, Paschim Medinipur.
AND
Whereas if any person / persons have any objection towards that' permission then he would appear by self or legal representatives within the 1 (One) Month before the Court from the date of publication of this notice, unless the J. Misc. Case No. 20/2025 be disposed off according to law.
SCHEDULE BELOW LAND
Dist Paschim Medinipur, P.S- Pingla, J.L. No. 70, Mouza -Naya, R.S. Khatian No. 530, L.R. Khatian No. 2062.
Plot No. 1409, Jal, Area - 77 Dec. Plot No. 720, Doba, Area - 06 Dec Plot No. 721, Danga, Area - 37 Dec Plot No. 729, Doba, Area - 08 Dec
Total Area 1 Acre 28 Dec
Surajit Das, Sherestadar, Addl. Dist. Judge R.D Court Paschim Medinipur.

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
টি. এস. - ২০৮/২০২৪
বাদী :- সরিয়ৎ বিশ্বাস
-: বনাম :-
বিবাদী :- রহিবুল বিশ্বাস দীং
বিজ্ঞপ্তী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী উক্ত টি. এস. ২০৮/২০২৪ নং মোকদ্দমার মূল বিবাদীগনের, বিরুদ্ধে নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্ত মতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবিতে নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালতে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ৭নং হইতে ১৪নং বিবাদীগন যথা **৭) তৈয়ব আলী বিশ্বাস**, পিতা- সুরেল আলী বিশ্বাস, **৮) নুরজামান বিশ্বাস, ৯) রজলেন করিম, ১০) সরকত আলী বিশ্বাস**, ৮, ৯ ও ১০ -এর পিতা সুরেশ বিশ্বাস, **১১) মানিক বিশ্বাস**, পিতা- বাহার উদ্দিন বিশ্বাস, **১২) শ্রীজান বিবি**, স্বামী- সুরেশ বিশ্বাস, **১৩) হাকিম বিশ্বাস**, পিতা- মানিক বিশ্বাস, **১৪) আমেনা বিবি সেখ**, স্বামী- ফরজ সেখ, সকলের সাং- নিদয়া, রুদ্রপাড়া, পোঃ- শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩, -এদের পক্ষে মোকদ্দমার সমন জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৭ হইতে ১৪নং বিবাদীগন যদি অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে। তপশীল: জেলা- নদীয়া, থানা ও এ. ডে. এস. আর. অফিস নবদ্বীপ, মৌজা ৫নং রুদ্রপাড়া মধ্যে ২নং বামুনপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিন এল. আর. ৪৬৮ এবং ১০২৭ নং দাগ ভুক্ত এবং ২৯২৪৮ নং খতিয়ানে উল্লেখিত সর্বমোট ০৭ শতক আউশ সম্পত্তি। আদেশানুসারে,
রাজনারায়ণ ব্যানার্জ্জী, সেরেস্তাদার,
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী মান্ত মুখার্জ্জী, স্বামী- মৃণাল মুখার্জ্জী, বিগত 05/10/1999 তারিখে A.D.S.R বারাসাত অফিসে 279 নং আমমোক্তার নিযুক্তিয় বসন্ত কুমার সরদার, মৌজা কাশিমপুর, J.L-88, L.R. খতিয়ান 835 ও 138 দাগ 10776 পরিমান-2.48 শতক জমি 4148/2011 সাফ কোবালা দলিল মূলে D.S.R-2 অফিসে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-1 B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

T.K Ghosh
Advocate
Barasat Judges Court
North 24 Pgs

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মৃণাল মুখার্জ্জী, পিতা- গোপাল মুখার্জ্জী, বিগত 29/03/2006 তারিখে A.D.S.R কদম্বগাছি 85 নং আমমোক্তার নিযুক্তীয় নারায়ণ সাহা, মৌজা- কাশিমপুর, J.L.-88, L.R. খতিয়ান 93, দাগ- 10777 পরিমান-3.30 শতক জমি 5096/2009, D.S.R-2 অফিসে সাফ কোবালা দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কনো আপত্তি থাকিলে বারাসা-1, B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

T.K Ghosh
Advocate
Barasat Judges Court
North 24 Pgs

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমি সিয়ারাম যাদব, পিতা-মৃত ভূখন যাদব গত ইং. ১১.০৮.২০২৫ তারিখে দলিল নং. I-5223/2025 এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর হইতে বিক্রেতা জ্যোতি সোনি, স্বামী-অশোক সোনি এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল জমি খরিদ করিয়াছি। উক্ত বিক্রেতা গত ইং. ০৯.০৮.২০১৪ তারিখে দলিল নং. I-03292/14, এ.আর.এ- III কলকাতা হইতে বিক্রেতাগন ১। সুশীলা দেবী সিং ওরফে সুশীলা দেবী, স্বামী-কমলেশ প্রসাদ সিং, ২। ইন্দ্র দেবী, স্বামী- শিবদয়াল কুসুয়া, ৩। জয়শ্রী দেবী সিং ওরফে জয়শ্রী দেবী, স্বামী- সুনীল কুমার সিং, ৪। বিদ্যাবতী দেবী সিং ওরফে বিদ্যাবতী দেবী, স্বামী- রাজদেও প্রসাদ সিং, ঠিকানা- ১/এ, কে.এল. গোস্বামী সরনী, পোঃ- মাহেশ, হুগলী দ্বারা প্রদত্ত আমমোক্তার নং- IV-04669/13, তাং-০৩.০৭.২০১৩ এ.আর.এ. কলকাতা- III আমমোক্তার গ্রহীতা-রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, পিতা-মৃত রঘুনাথ প্রসাদ সিং, ঠিকানা- ১/এ, কে.এল. গোস্বামী সরনী, পোঃ- মাহেশ, হুগলী-এর নিকট হইতে জমি খরিদ করিয়াছিলেন। তপশীল জমি পরিচয় : জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা- মাহেশ, জেএল. নং-১৫, এল.আর. খতিয়ান নং-১২৪২৩, ১২৪২৫, ১২৪৩৪, ১২৪৩৩, এল.আর. দাগ-১৪৮৭, ১৪৮৮, জমির পরিমান-০১ কাঠা।
উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে, অন্যথায় আইন মাফিক কার্য্য সম্পন্ন হইবে।
ইতি
সিয়ারাম যাদব

NOTICE

In the Court of the District Delegate, Midnapore Paschim Medinipur
Succession Certificate Case No. 12/2026
D/F-7/10/26
Sri Aranya Saha & Another .... Petitioners
Notice is hereby given to the general public that the petitioners have filed the above noted case for obtaining Succession Certificate in respect of Policy No. 400763172 for **Rs. 2,31,534/-** and Policy No. 499078884 for **Rs. 5,03,000/-** i.e. **total Rs. 7,34,534/- (approx)** of L.I.C.I, Kharagpur. If anybody has any objection in this regard, he / she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law. **By Order,**
Barun Kr. Santra, Sheristadar
District Delegate,
Paschim Medinipur,19/8/26

নোটিশ

In the 2nd Court of Civil Judge (Sr. Divn.) Paschim Medinipur.
Ref:-Title Suit No.612/2018
শ্রী রাজেন সিংহ ....বাদী
= বনাম =
শ্রী বিজন বিহারী সিংহ দীং ....বিবাদীগন
To
Smt. Parul Singha, W/O -Lt. Pravat Singha Resident of Tapoban, 54 feet Durgapur Near Sani Temple) P.O & P.S- Durgapur, Dist- Paschim Burdwan, Pin - 713211.
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় বাদী **শ্রী রাজেন সিংহ** পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী থানার অন্তর্গত মহাশোল মৌজার (জে.এল নং – ৩৮৪), আর.এস -৪২৫/৫৯৯, এল.আর ৬৫৫ দাগের ২১ ডেঃ সম্পত্তি চিহ্নিত মতে বিভাগবন্টনের প্রার্থনায় উত্থাপন করিয়াছেন এবং আপনি স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি হওয়ায় ৫নং বিবাদিনী রুপে পক্ষ ভুক্ত রহিয়াছেন। আপনার উপর বারংবার সমন প্রেরিত হইলেও তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে, সেকারন আপনাকে জানানো যাইতেছে যে আপনি আগামী 21.09.26 তারিখে বা তৎপূর্বে স্বয়ং বা উপযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা হাজির হইয়া আপনার বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুগ ভাবে নিষ্পত্তি হইবে।
আদেশানুসারে
Supriya Patra, Sheristadar
Civil Judge (Sr. Division) 2nd Court, Medinipur, Paschim Medinipur, Pin 721101, West Bengal

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তাপস রায় পিতা- মৃত জোতিপ্রসাদ বিগত 17-06-2008 তারিখে বারাসাত D.S.R.-2 অফিসে 683 নং আমমোক্তার নিযুক্তিয় শ্যামল মিত্র, মৌজা- চরখাড়া, জে.এল. 93, এল.আল. খতিয়ান-260, দাগ এল.আর 182/369 পরিমান-2.68125 শতক জমি 5201/2026 সাফ কোবালা দলিল মূলে অত্র অফিসে প্রাপ্ত হয়, উক্ত বিষয়ে কনো আপত্তি থাকিলে Barasat-1 B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

T.K Ghosh
Advocate
Barasat Judges Court
North 24 Pgs

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Replacement of warm white tube lights to white tube lights & four (4) nos. old split air conditioning machines to new split air conditioning machines at HMIC Room at First floor of Joint Administrative Building, Salt Lake" Tender No: **WBPWD/ AE/NEESD/e-NIQ-13/26-27 & e-Tender ID No. 2026_ WBPWD_ 5021071_1.**
Document Download Closing Date: **10.09.2026 up to 13.00 Hrs**. Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- Assistant Engineer, PWD
North East Electrical Sub-Division

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Electrical Installation work and SITC of Air Conditioning System for Special Repair of Chamber of FA (7th floor) under P & RD Department, Joint Administrative Building, Salt Lake, Kolkata." Tender No: **WBPWD/ AE/NEESD/e-NIQ-12/26-27 & e-Tender ID No.: 2026_WBPWD_5021045_1.**
Document Download Closing Date: **10.09.2026 up to 13.00 Hrs.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- Assistant Engineer, PWD
North East Electrical Sub-Division

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Electrical renovation works at the office chamber and adjacent service areas of the Hon-'ble Chief Minister and Hon'ble Minister-In-Charge of Dept. of Planning & Statistics at first floor of Joint Administrative Building, Salt Lake." Tender No: **WBPWD/ AE/NEESD/ e-NIQ-11/26-27 & e-Tender ID No.: 2026_WBPWD_ 5020992_1.**
Document Download Closing Date: **10.09.2026 up to 13.00 Hrs.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**
Sd/- Assistant Engineer, PWD
North East Electrical Sub-Division

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ডেঙ্গুর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে আজ বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডেঙ্গুর প্রকোপ ফের বাড়ছে রাজ্যে। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১০ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন করে সংক্রমণের খবর মিলছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সামগ্রিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং সংক্রমণ ঠেকাতে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে আজ স্বাস্থ্য ভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

প্রশাসনিক সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর পৌরহিত্যে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। থাকবেন স্বাস্থ্য দপ্তর, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এবং কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার আধিকারিকেরা। জমা জল এবং মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর লক্ষ্যে সেচ, পরিবহণ এবং রেল দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদেরও বৈঠকে ডাকা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে। গত এক সপ্তাহে ডেঙ্গুর একাধিক উপসর্গ নিয়ে প্রায় ৮০০ জন বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। সংক্রমণের নিরিখে জলপাইগুড়ির মাল, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ১ ও ২ ব্লক, নদিয়ার তেহট্ট ১ ব্লক ও চাকদহ, পূর্ব বর্ধমানের ভাতার ও পূর্বস্থলী ১ ব্লক এবং মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ও রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লক নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

তবে সরকারি পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, গত বছরের তুলনায় এবার এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা কম। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৩ অগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩৮৭। চলতি বছরে একই সময়ে সেই সংখ্যা ৩২৭। অর্থাৎ আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। কিন্তু প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, সাধারণত আগের বছরের তুলনায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমার যে প্রবণতা দেখা যায়, এবার সেই হারে পতন হয়নি। ফলে বর্ষার শেষ পর্বে সংক্রমণ আরও বাড়ে কি না, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। মৃত্যুর হিসাবেও রয়েছে কিছুটা ফারাক। চলতি বছরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১০ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এলেও সরকারি 'ডেথ রিভিউ কমিটি'-র পর্যালোচনায় সাত জনের মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে ডেঙ্গুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকি তিন জন ডেঙ্গু-পজিটিভ ছিলেন, তবে তাঁদের মৃত্যুর পিছনে অন্য শারীরিক জটিলতা ছিল বলে সরকারি পর্যালোচনায় জানানো হয়েছে। ২০২৫ সালে সরকারি হিসাবে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৯। তার আগের বছর, ২০২৪ সালে, সংখ্যাটি পৌঁছেছিল ৩১-এ। ডেঙ্গু নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক এবং মৃত্যুর হিসাব ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও নতুন নয়। আগের সরকারের সময়ে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর পরেও ডেথ সার্টিফিকেটে তা উল্লেখ করতে বাধা দেওয়া হত বলে বিরোধীদের অভিযোগ ছিল। নতুন সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথম সারির একাধিক দপ্তরকে নিয়ে এই বৈঠক ঘিরে তাই রাজনৈতিক মহলেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে। বৈঠকের পর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে পুরসভা ও স্বাস্থ্য দপ্তর কী ধরনের কড়া পদক্ষেপ নেয়, সে দিকেই এখন নজর। এরই মধ্যে শহরাঞ্চলে সৌন্দর্যায়নের জন্য তৈরি কৃত্রিম জলাশয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত। তাঁর অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন জায়গায় তৈরি পদ্ম পুলে মশার লার্ভা তৈরির জায়গা হয়ে উঠছে। তাঁর বক্তব্য, যে জলাশয়ে পদ্ম ফুটছে না, মাছও দেখা যাচ্ছে না, সেখানে জল জমে থেকে যদি মশার বংশবৃদ্ধি হয়, তা হলে সেই ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। অবিলম্বে এই ধরনের উদ্যোগ বন্ধ করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি পুরসভা, সেচ, পরিবহণ এবং রেলের মতো দপ্তরগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে মঙ্গলবারের বৈঠকে জমা জল পরিষ্কার, মশার লার্ভা ধ্বংস এবং আক্রান্তদের দ্রুত শনাক্তকরণ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য। বর্ষার শেষ পর্বে সংক্রমণের গতিপ্রকৃতি বদলায় কি না, তার উপরও নজর রাখছে স্বাস্থ্য প্রশাসন।

রাজ্য তথ্য কমিশনে নিয়োগ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য তথ্য কমিশনে নতুন সদস্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এজন্য যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই এবং নিয়োগের সুপারিশ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের মন্ত্রী তাপস রায়। নবান্ন সূত্রের খবর, তথ্য কমিশনের শূন্যপদ পূরণ এবং তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় অভিযোগ ও আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করতেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনপত্র যাচাইয়ের পর কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া এগোবে।

অরবিন্দ কুমার ওরফে ছোটু সিংহকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিহার রাজ্য নাগরিক পরিষদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী অরবিন্দ কুমার ওরফে ছোটু সিংহ কলকাতায় পৌঁছলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অসংখ্য মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে চোখ পড়ার মতো। পাটনা থেকে কলকাতা আসার পথে একাধিক রেল স্টেশনেও ছোটু সিংহকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিশেষ করে আসানসোলে পাপ্পু সিংহের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও স্থানীয় মানুষ উপস্থিত হয়ে তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেন। সংবর্ধনার জবাবে ছোটু সিংহ বলেন, বিহারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে যে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ এনডিএ-র ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, কলকাতা সফরকালে আগামী তিনদিন তিনি নিজের সমর্থক ও সহযোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন।

দিল্লির মসনদের মতোই হাতবদল পার্টি অফিস! নওদার ঘটনায় বিস্মিত হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লির মসনদের মতো বারবার হাতবদল হচ্ছে মুর্শিদাবাদের নওদার একটি পার্টি অফিস। প্রথমে কংগ্রেস, তারপর ঘাসফুল শিবির, আর বর্তমানে তা এনসিপিআই-এর দখলে। দলীয় কার্যালয় দখলের এই বিচিত্র ইতিহাস ও ক্রমপরিণতি শুনে ভরা এজলাসে বিস্ময় প্রকাশ করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট টেনে বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'এই দখলদারি দেখে তো দিল্লির মসনদের কথা মনে হচ্ছে! প্রথমে মহম্মদ ঘোরি দখল নিল, তারপর সুলতান, তারপর মুঘল, আর শেষে ব্রিটিশরা।'

তবে শুনানির পর বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর দায়ের করা এই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে স্পষ্ট অস্বীকার করে হাইকোর্ট। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, এটি সম্পূর্ণ বিষয়টি একটি দেওয়ানি অর্থাৎ সিভিল বিতর্ক। ফলে রিট এক্তিয়ারভুক্ত আদালতে এই নিয়ে কোনও নির্দেশ জারি করা সম্ভব নয়। এরপরই আইন অনুযায়ী জমি বা ভবন সংক্রান্ত এই বিবাদের মীমাংসায় মামলাকারীকে উপযুক্ত সিভিল কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেয় আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, ঘটনার সূত্রপাত ২০০২ সালে। নওদায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্ব একটি ভবন কিনে সেখানে নিজেদের দলীয় কার্যালয় গড়ে তোলেন। দীর্ঘ দিন সেই কার্যালয়ে বসতেন বর্ষীয়ান রাজনীতিক আবু তাহের। কিন্তু ২০১৮ সালে তিনি পদ্ম বা হাত শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলে বদলে যায় সমীকরণ। অভিযোগ, তাঁর দলবদলের সঙ্গেই পার্টি অফিসটি রাতারাতি শাসকদল তৃণমূলের দখলে চলে যায়। সম্প্রতি আবু তাহের এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়ায় ভবনটির দখলও সংশ্লিষ্ট দলের হাতে চলে যায়। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই বেহাত হওয়া কার্যালয়টি ফিরে পেতে বারবার পুলিশের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন তাঁরা। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি। গত ৮ অগস্ট কংগ্রেস কর্মীরা দলীয় কার্যালয়টি পুনঃদখলের চেষ্টা করলে পুলিশের কড়া নিরাপত্তার কারণে তা ব্যর্থ হয়।

প্রতিবাদে ও কার্যালয় পুনরুদ্ধারের দাবিতে সরাসরি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অধীর চৌধুরী। সোমবার শুনানি চলাকালীন কংগ্রেসের আইনজীবীরা কার্যালয় দখলের পর পর পর্যায় তুলে ধরলে তা শুনেই ঐতিহাসিক উপমা দেন বিচারপতি। তবে আইনি জটিলতার কারণেই রিট পিটিশন খারিজ করে অধীরবাবুদের সিভিল কোর্টে যাওয়ার পথ খোলা রেখেছে আদালত।

প্রস্তাব পেলেই সেজে উঠবে রঘু ডাকাতের স্মৃতি বিজড়িত ডাকাত কালী মন্দির: সুদীপ্ত দাস

বিশ্বজিৎ নাথ, ব্যারাকপুর : কাঁচরাপাড়া পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বনগাঁ রোডের পুরাতন ব্লকে অবস্থিত কুখ্যাত রঘু ডাকাতের স্মৃতি বিজড়িত পাঁচশো বছরের অধিক প্রাচীন এই কালী মন্দির। নৈহাটির বড়মা মন্দিরের খ্যাতি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লেও, কাঁচরাপাড়ার এই কালী মন্দির অবহেলা অন্ধকারে। ভক্তদের অনুদানেই টিকে রয়েছে রেলের জমিতে থাকা রঘু ডাকাতের স্মৃতিধন্য এই কালী মন্দির। তবে রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে এই মন্দিরের হাল পরিবর্তনের আশা করছেন স্থানীয়রা। বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস এই কালী মন্দির প্রসঙ্গে বলেন, এই কালী মন্দির বহু প্রাচীন। রঘু ডাকাতের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই মন্দিরকে ঘিরে। মন্দির কমিটির তরফে প্রস্তাব পেলেই সেজে উঠবে রঘু ডাকাতের স্মৃতিধন্য এই কালী মন্দির। কথিত আছে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার প্রায় সর্বত্রই ডাকাতদের আস্তানা ছিল। তৎকালীন সময়ে জঙ্গলে ঘেরা কাঁচরাপাড়ার পুরাতন ব্লক ছিল কুখ্যাত ডাকাত সর্দার রঘু ডাকাত এবং তাঁর শাগরেদদের মুক্তাঞ্চল। ইতিহাস বলছে, এখানে নিম গাছের নিচে ছিল কালী মায়ের থান। ডাকাতরা মায়ের থানে সিঁদুর-চন্দন চর্চিত করে পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে বেরোতেন। এমনকী ডাকাত সর্দার নরবলিও দিতেন। জনশ্রুতি রয়েছে, বিপদ এড়াতে রঘু ডাকাত সুড়ঙ্গ পথের মাধ্যমে যাতায়াত করতেন। তিনটি গোপন সুড়ঙ্গ পথের মধ্যে একটি কাঁচরাপাড়া স্টেশনের দিকে উঠত। আরেকটি হালিশহর রামপ্রসাদ ভিটের দিকে গঙ্গার ধারে, অন্য সুড়ঙ্গ পথটি কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের দিকে উঠত। যদিও বর্তমানে সুড়ঙ্গ পথগুলোর অবলুপ্তি ঘটেছে। এখানকার ইতিহাস বলছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সন্তান এসে জঙ্গল পরিষ্কার করেছিলেন। দিনের বেলায় পণ্ডিতজি গান গেয়ে সময় কাটাতেন।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন মাধবপুরে নবনির্মিত জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস- নর্থ কলকাতায় পৌঁছলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং সেখানে গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জগন্নাথ গুপ্ত জি ও তাঁর পুত্র ডা. বলরাম গুপ্তর সঙ্গে দেখা করলেন। হাসপাতালের নানা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলেন চেয়ারম্যান।

বঙ্গোপসাগরে সুস্পষ্ট নিম্নচাপের জেরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভাসবে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গের আকাশে ফের কালো মেঘের ঘনঘটা। বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত সুস্পষ্ট নিম্নচাপ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করে ধীরে ধীরে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এর সরাসরি প্রভাবে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যজুড়ে দুর্যোগের মাত্রা আরও বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর স্পষ্ট সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে। উত্তাল সমুদ্রের কারণে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে ট্রলার নিয়ে যেতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে জানানো হয়, উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটবে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া, এই ৬ জেলায় মুষলধারে বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা থাকায় 'হলুদ সতর্কতা' বা 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। তিলোত্তমা কলকাতা সহ আশেপাশের জেলাগুলিতে দিনভর মেঘলা আকাশ ও এক-দু পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া বইতে পারে। মঙ্গলবার দুর্যোগের কেন্দ্রবিন্দু সামান্য সরে পশ্চিমাঞ্চলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমের দিকে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে আলিপুর। তবে স্বস্তির খবর, বুধবার থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে নিম্নচাপের প্রভাব কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে এবং বৃষ্টির তীব্রতা কমতে শুরু করবে। তা সত্ত্বেও বৃহস্পতি ও শুক্রবার নাগাদ ফের দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সপ্তাহান্তে শনি থেকে সোমবারের মধ্যে জেলাগুলির দু-এক জায়গায় ফের হালকা থেকে মাঝারি পশলা নামতে পারে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের আকাশে পরিস্থিতি আরও আশঙ্কাজনক। পর্বতঘেঁষা জেলাগুলিতে দুর্যোগ চরম আকার ধারণ করার সম্ভাবনা। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া এবং মুষলধারে বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। শনিবারেও জলপাইগুড়ি,

আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টি বজায় থাকবে এবং রবি ও সোমবার নাগাদ উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টি চলবে। উল্লেখ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের একাধিক অংশে রেকর্ড বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ঝালঙে সর্বাধিক ১১০ মিলিমিটার এবং রঙোতে ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। চালৌলি চা বাগান (৭০ মিমি), বারোভিষা (৬০ মিমি), মাথাভাঙ্গা (৬০ মিমি) ও মেখলিগঞ্জেও (৫০ মিমি) লাগাতার বৃষ্টি চলেছে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চল দিঘা ও সাগরদ্বীপে ৭০ মিলিমিটার এবং দুর্গাচকে ৬০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কাঁথি, সিউড়ি, মুরারই ও লালগড়ে ৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৪ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার

লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস: সিবিআইয়ের ‘শ্লথগতি’ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে সরকারি জমি জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলায় নতুন মোড়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের সুরক্ষা সংক্রান্ত আবেদনের শুনানিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে উঠে এল বিতর্কিত সংস্থা ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস’-এর নাম। এদিন শীর্ষ আদালতে রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, একটি রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা হস্তান্তরিত হয়েছে চার্জশিটভুক্ত ওই সংস্থায়। তবে এই আর্থিক লেনদেনের কথা উঠতেই সিবিআই বা ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির তদন্তের গতি ও নিরপেক্ষতা নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত।

মামলার শুনানি চলাকালীন ডিভিশন বেঞ্চের অন্যতম সদস্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, ‘লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস মামলার কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যেভাবে শ্লথগতিতে কাজ চালানো অব্যাহত রেখেছে, তাতে পূর্বে কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক বিচারপতি নিজেদের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন।’ তদন্তকারী এজেন্সিগুলির কার্যপদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি আরও যোগ করেন, ‘নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রশ্ন যখনই আমাদের সামনে আসে, তখনই ভাবতে হয় পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে এই হেপাজতে নেওয়ার পর ঠিক কী ঘটেছে? কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে রয়েছে, আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ চাগাড় দিয়ে উঠছে! এই ধরনের আচরণের কারণেই তদন্তের নিরপেক্ষতা এবং স্বচ্ছতা নিয়ে সর্বসমক্ষে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়।’

অন্যদিকে, এদিন শুনানিতে রাজ্যের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে অভিযোগ তোলেন যে, সুমিত রায় তদন্তকারীদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করছেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তরে ‘জানি না’ কিংবা ‘মনে নেই’ বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

সলিসিটর জেনারেলের দাবি, ‘তদন্তে খামতি রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নের মধ্যেই এটাও অত্যন্ত উল্লেখ যোগ্য বিষয় যে একটি রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্ট থেকে ৩০ কোটি টাকা সরাসরি হস্তান্তর করা হয়েছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত একটি চার্জশিটেড সংস্থায়। যে আর্থিক লেনদেনের হিসাব এখন সামনে এসেছে, তা আসলে বিশাল কেলেঙ্কারির হিমশৈলের চূড়ামাত্র। আমরা ইতিমধ্যেই সিলবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পরও কোটি টাকা লেনদেনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। এর মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা চেকে অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। বাকি কালো টাকা নগদ হিসেবে অন্য কোথাও রাখা হয়েছে। সুমিত রায়কে নিজেদের হেপাজতে

নিয়ে কড়া জিজ্ঞাসাবাদ করলেই বাকি সমস্ত তথ্য প্রকাশ পাবে। তাই তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করা জরুরি।’

তখন শীর্ষ বেঞ্চ থেকে জানতে চাওয়া হয়, এই যে প্রতিদিন নগদ বা চেকে লেনদেনের প্রমাণ মিলছে, সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঠিক কোথা থেকে এসেছে? যেখানে মূল অভিযোগে সরকারি জমি বেআইনি হস্তান্তরের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আদালতে সুমিত রায়ের পক্ষে অভিজ্ঞ আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই হেপাজতের আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি সওয়াল করে বলেন, ‘২০২১ সালের একটি ঘটনায় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এখন নতুন করে এফআইআর করা হয়েছে। তদন্তকারীরা যতবার ডেকেছেন, আমার মক্কেল ততবারই হাজির হয়েছেন। টানা ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে আর্থিক লেনদেন কিংবা শালবনি কাণ্ড নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট প্রশ্নই করা হচ্ছে না। সিসিটিভির নজরদারিতে টানা ১১ দিন জেরা করা হলেও এই অর্থের লেনদেনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্যপ্রমাণ মেলেনি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মূলত পরিবার ও রাজনৈতিক দল নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।’ আইনজীবী আরও জানান, এই গোটা জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়ার ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছে এবং সুমিত রায়ের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই আদালতে হলফনামা দেওয়া হয়েছে। সেই সিসিটিভি ফুটেজ বা ট্রান্সক্রিপ্ট দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে কে তদন্তে সাহায্য করছে আর কে করছে না। এছাড়া সংবিধান ভারতের নাগরিককে উত্তর না দিয়ে চুপ থাকার অধিকারও দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আইনজীবীর এই যুক্তির জবাবে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে, সংবিধানে যেমন একজন নাগরিকের নীরব থাকার অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে, ঠিক তেমনই তদন্তের প্রয়োজনে বা আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করার পূর্ণ অধিকারও তদন্তকারী সংস্থাকে সংবিধানই দিয়েছে। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে জানতে চায়, তদন্তকারীরা সুমিত রায়কে সত্যিই এই লেনদেনের বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেছেন কি না? এই বিষয়ে ধোঁয়াশা কাটাতে আদালত সুমিত রায়কে এ যাবত জিজ্ঞাসাবাদের পুরো লিখিত কপি বা ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজাকে।

উল্লেখ্য, শালবনিতে বেআইনিভাবে রাজ্য সরকারের জমি বিক্রি ও জালিয়াতির মাধ্যমে নথি তৈরির নেপথ্যে সুমিতের সক্রিয় ভূমিকা ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশি তলবে হাজিরা না দেওয়ায় পূর্বে মেদিনীপুরের সিএমএম আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিল। পরবর্তীতে হাইকোর্টে আগাম জামিন নাকচ হলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। বর্তমানে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত তদন্তে হাজির থাকার শর্তে তিনি অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচে রয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়া পর্যন্ত সুমিত রায়ের এই অন্তর্বর্তী আইনি সুরক্ষা বহাল থাকবে।

জোড়া ফুল ও দলীয় তহবিলের রাশ কার হাতে?

দ্রুত নিষ্পত্তির আর্জি জানিয়ে কমিশনে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্ধারিত সময়সীমা পার। নির্ধারিত দিনক্ষণ পেরিয়ে আরও একটা পুরো মাস অতিক্রান্ত। তবুও কাটল না জট, নিষ্পত্তি হল না ঘাসফুল শিবিরের অভ্যন্তরীণ মালিকানার লড়াইয়ের। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক এবং দলীয় তহবিলের রাশ কার হাতে থাকবে, সেই বহুল চর্চিত মামলার ফয়সালা এখনো ঝুলে রয়েছে দিল্লির জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ঘরে। কথা ছিল, অগস্ট মাসের মধ্যেই কালীঘাট এবং ঋতব্রত শিবিরের এই আইনি ‘যুদ্ধ’-এর চূড়ান্ত অবসান ঘটাবে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু মাস শেষ হতে চললেও কোনো উচ্চবাচ্য না থাকায় ধৈর্য হারাচ্ছে কালীঘাট। শেষমেশ অগস্টের শেষ দিনে সরাসরি দিল্লির নির্বাচন কমিশনকে জরুরি তাগাদাপত্র বা স্মরণলিপি পাঠালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, কমিশনে পাঠানো সেই চিঠিতে অত্যন্ত কড়া ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘বহুদিন পার হয়ে গিয়েছে, অবিলম্বে এই মামলার তাড়াতাড়ি ফয়সালা করুন।’ তবে শুধু দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রীর চিঠিই নয়, এই চিঠির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে একাধিক তৃণমূল বিধায়কের সই করা গোপন চিঠিও। আর তাতেই নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়েছে রাজনৈতিক মহলে।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মমতার চিঠির সঙ্গে যে বিধায়কদের চিঠি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, তাতে ওই বিধায়করা কমিশনের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের পরিষ্কার দাবি, রাজনৈতিক বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং সুযোগ নিয়ে কয়েকজনকে সম্পূর্ণ ভুল পথে পরিচালিত করা হয়েছিল। কিন্তু কারা এই বিধায়ক তা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। সঙ্গে এ জল্পনাও শুরু হয়েছে, কতজন বিধায়ক কালীঘাটের দিকে পুনরায় ঝোঁকার ইঙ্গিত দিলেন সে ব্যাপারেও। এদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, তবে কি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আসল তৃণমূল’ দাবি করা শিবির থেকে মোহভঙ্গ হয়ে আবার অনেকে পুরনো ঘাঁটি কালীঘাটে ফিরতে চাইছেন? যদি সত্যি বিধায়কদের একাংশ ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন, তবে কি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের রাশ ও প্রতীক শেষ পর্যন্ত কালীঘাটের হাতেই থাকবে? এই প্রশ্ন এখন রাজ্য রাজনীতির অন্দরে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় বিপর্যয় ও চরম ভরাডুবির পর থেকেই একটু একটু করে ভাঙতে শুরু করে তৃণমূলের অন্দরমহল। দলীয় সংগঠনে ধরে ফাটল। সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল বিধায়ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ থেকে সরে গিয়ে দাবি করেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন অংশই হল ‘আসল তৃণমূল’। অন্যদিকে, দিল্লিতেও বিশাল সংখ্যক সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে নাম লেখান। পরিস্থিতি আরও জটিল করে রাজ্যসভার তিন সাংসদ সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন।

এই চরম রাজনৈতিক দোলাচল ও দলীয় সংকটের প্রেক্ষিতে জুলাই মাসের শেষদিকে শুরু হয় কালীঘাট বনাম ঋতব্রত শিবিরের আইনি লড়াই। উভয় পক্ষকেই স্ব-স্ব স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও প্রমাণাদি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের তরফে সমস্ত আইনি নথি ও প্রমাণ পেশ করেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও সাগরিকা ঘোষ। তবে অপর পক্ষ অর্থাৎ ঋতব্রত শিবির কমিশনের কাছে নিজেদের নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য বাড়তি কিছু সময় চেয়ে নেয়। কমিশন সেই আবেদন মঞ্জুর করতেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী পক্ষকে কেন অহেতুক বাড়তি সময় দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। এর জবাবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, দু’পক্ষের সমস্ত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আইনে যা বিধান রয়েছে, তার বাইরে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। কমিশন সূত্রে আভাস দেওয়া হয়েছিল, ১৫ অগস্টের স্বাধীনতা দিবসের আগেই হয়তো তৃণমূলের প্রতীক ও দলীয় তহবিলের মালিকানা সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে। কিন্তু অগস্ট পার হয়ে গেলেও কমিশন নীরব। একদিকে প্রতীক হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা, অন্যদিকে তহবিলের অচলাবস্থা-সব মিলিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত চাইছে কালীঘাট। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, অগস্টের শেষ দিনে পাঠানো মমতার এই ‘রিমাইন্ডার’ চিঠি এবং তার সঙ্গে বিধায়কদের অনুশোচনামূলক অভিযোগপত্র দিল্লির নির্বাচন কমিশনের ওপর যে চাপ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল, তা বলাই বাহুল্য।

দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে, অস্বস্তিতে ক্রিকেটার অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার অভিষেক পোড়েল। অভিষেক বাংলার তরুণ ক্রিকেটার তথা আইপিএল-এর দিল্লি ক্যাপিটালস দলের কিপার-ব্যাটার। তবে, অভিষেক পোড়েলকে এখনই কোনো স্বস্তি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিযুক্ত ক্রিকেটারের আইনজীবী। তবে সেই আবেদন খারিজ করে দিল হাইকোর্ট।

আদালত সূত্রে খবর, অভিষেকের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের এক ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণী মগড়া থানায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের গুরুতর অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারী তরুণীর দাবি, ওই ক্রিকেটারের সঙ্গে তাঁর প্রায় সাড়ে তিন বছরের সম্পর্ক ছিল। বছর দেড়েক আগে তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হলে বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়ায়, যদিও সে সময় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। পরবর্তীতে গত ২৩ জুন মগড়া থানায় গিয়ে ওই তরুণী নতুন করে লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারির পর অভিষেকের আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান। আদালতে আইনজীবীর যুক্তি ছিল, মামলাটি আদালতে বিচারাধীন থাকার দরুণ নিম্নে জামিনের আবেদন জানানো সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া গ্রেফতারির আশঙ্কায় আগেই আর্জি জানানো হয়েছিল, কিন্তু তার আগেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ইতিমধ্যে চার্জশিটও পেশ করা হয়ে গিয়েছে। তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত শুনানি প্রয়োজন। তবে এই যুক্তি মানতে চাননি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আবেদন নাকচ করে দিয়ে স্পষ্ট জানান, যেহেতু অভিযুক্ত ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাই তিনি নিম্ন আদালতে জামিনের জন্য নিয়মমাফিক আবেদন জানাতে পারেন। নিয়ম ও তালিকা মেনেই মামলাটির শুনানি হবে, আলাদা করে কোনো জরুরি শুনানি সম্ভব নয়। ফলে সব মিলিয়ে আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলা এই উদীয়মান উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের বিরুদ্ধে এহেন গুরুতর অভিযোগে সরগরম রাজ্য ক্রীড়ামহল।

গড়িয়াহাট থেকে ৬ মাসের শিশু চুরি! জয়নগর থেকে উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২ মহিলা-সহ ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রকাশ্য দিবালোকে কলকাতার ব্যস্ততম মোড় থেকে স্রেফ ভ্যানিশ হয়ে যায় ছয় মাসের এক শিশুপুত্র! রবিবার সকালে গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের নিচে ঘটে যাওয়া এই দুঃসাহসিক অপহরণের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় শহরজুড়ে। তবে ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই কলকাতা পুলিশের লালবাজারের গোয়েন্দা ও স্থানীয় থানার তৎপরতায় রাজ্যজুড়ে চলা টানটান অভিযানের পর জয়নগর থেকে উদ্ধার করা হল অপহৃত শিশুকে। হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় দুই মহিলা-সহ মোট তিন অভিযুক্তকে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বন্দনা রাই এবং মধু শেখ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই অপহরণের কাজে ব্যবহৃত হলুদ ট্যাক্সির চালক মিঠুন পাসোয়ানকেও। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ধৃত দুই মহিলা নিঃসন্তান। কেবল সেই কারণেই কি শিশুটিকে চুরি করা হয়েছিল, নাকি এর নেপথ্যে কোনও আন্তঃরাজ্য শিশু পাচার চক্রের হাত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে তিনজনকে দফায় দফায় জেরা করছেন তদন্তকারীরা।

ঘটনার সূচনা রবিবার সকালে। পুলিশ সূত্রে খবর, অপহৃত শিশুটির বাবা-মা দিনমজুরের কাজ করেন এবং গড়িয়াহাট ফ্লাইওভারের নিচে অস্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সকালে শিশুকে এক জায়গায় শুইয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য আশেপাশে যান তার মা-বাবা। ফিরে এসে দেখেন, কোল খালি! চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সন্তানের হদিশ পাননি তাঁরা।

নিয়োগের দাবিতে ২০২৩ ও ২৪ সালের পুলিশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা ধর্মতলা অবরোধ করল। ছবি: অদিতি সাহা

অভিষেকের অফিসে এবার পুলিশ-দমকল

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত সপ্তাহের নাটকীয়তার জের মিটতে না মিটতেই ফের উত্তপ্ত ক্যামাক স্ট্রিট। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটস্থিত দলীয় কার্যালয়ে গত বৃহস্পতিবারের ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটল সোমবারেও। এবার ফায়ার অডিট এবং বিল্ডিং প্ল্যান খতিয়ে দেখার অজুহাতে আচমকাই হাজির হয় পুলিশ ও দমকল বাহিনীর একটি যৌথ প্রতিনিধি দল। একের পর এক প্রশাসনিক হানার নেপথ্যে মোদী-অমিত শাহ সরকারের চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসা রয়েছে বলে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে জোড়াফুল শিবির।

সাম্প্রতিক এই টানাপড়েনের সূত্রপাত গত সপ্তাহে। অভিযোগ, কোনওরকম আগাম লিখিত নোটিস বা আইনি বৈধ অর্ডারের প্রতিলিপি না দেখিয়েই কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ যৌথভাবে অভিষেকের অফিসের বাইরের বিলবোর্ড খুলে ফেলতে উদ্যত হয়। সেই সময় প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন উপস্থিত তৃণমূলকর্মীরা। বকেয়া দাবি আদায় ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়ে দলের শীর্ষনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তোপ দাগেন। বলেন, যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য নেতৃত্ব এবং সর্বভারতীয় স্তরে তৃণমূলের ক্রমবর্ধমান

জনপ্রিয়তায় মারাত্মক আতঙ্কিত হয়েই বিজেপি নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন অন্যায়ভাবে তাঁর অফিসকে লক্ষ্যবস্তু করছে।

সমগ্র ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, নিয়ম মেনে এফআইআরের কপি কিংবা নোটিস কলকাতা পুলিশের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। যদিও পুলিশের দাবি, নির্দিষ্ট আইনি সময়সীমার মধ্যেই সমস্ত নথি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। তবে সোমবার দুপুরে আচমকা ‘ফায়ার অডিট’-এর নামে অভিষেকের অফিসে নতুন করে দমকল ও পুলিশের প্রতিনিধি দল পৌঁছে যাওয়ায় গোটা ক্যামাক স্ট্রিট চত্বর জুড়েই থমথমে পরিবেশ ও তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মঙ্গলবার পুলিশি তলব ঘিরে সংঘাত আরও চরম আকার ধারণ করতে পারে।

সম্পাদকীয়

গঙ্গা-পদ্মা জলচুক্তি হোক রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেই

ফের শিরোনামে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা-পদ্মা জলবণ্টন চুক্তি। প্রায় তিন দশক আগে এই জলবন্টন চুক্তি হয়েছিল নয়াদিল্লি ও ঢাকার মধ্যে। ৩০ বছরের মেয়াদ চলতি বছরের ডিসেম্বরেই শেষ হচ্ছে। শীঘ্রই চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হবে। তবে কবে তা হবে, চুক্তিতে নতুন কোনও শর্ত থাকবে কিনা তা নিয়ে এখনও কোনও তরফেই কোনও কথা শোনা যায়নি। এর মধ্যে রাজ্যে পালাবদল হয়েছে। প্রথমবার এসেছে বিজেপি সরকার। কেন্দ্রেও তাই। তাই চুক্তি পুনর্নবীকরণের আগেই রাজ্য জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কিছু করা যাবে না। কারণ, এই চুক্তির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সুযোগ বুঝে আগেভাগেই বাংলার সেচের জল, বন্দর ও শিল্পের স্বার্থ যাতে কোনও ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই দাবি জানিয়ে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব দিয়েছে নবান্ন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ কমিটির বৈঠকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্টও জমা দিয়েছেন। আর এটাই প্রত্যাশিত ছিল। রাজ্য সরকার ঠিক সেটাই করেছে। একতরফা ভাবে যাতে কিছু করা না হয়, সেটাও কেন্দ্রকে বুঝিয়ে দিয়েছে তৎপর রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যের বক্তব্য, শুখা মরশুমে ফরাক্কা ব্যারাজ হয়ে ভাগীরথী তথা হুগলি নদীতে পর্যাপ্ত জলপ্রবাহ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। জলপ্রবাহ কমে গেলে হুগলি নদীর নাব্যতা কমে যায়, যার প্রভাব পড়ে কলকাতা বন্দরে। বিঘ্ন ঘটে জাহাজ চলাচলে। পাশাপাশি ফরাক্কার উজান ও ভাটির মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলায় নদীভাঙন ও পলি জমে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়।রাজ্যে ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস ও আর্সেনিক সমস্যার কারণে গঙ্গার জল শোধন করে পানীয় এবং শিল্পেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই নতুন জলচুক্তিতে পরিবেশগত ঝুঁকি, নদীভাঙন রোধ এবং রাজ্যের ভবিষ্যতের জল চাহিদার বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। একইসঙ্গে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের প্রশাসনিক স্তরে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন বলেও মত নবান্নের।

শব্দছক ২৫৬

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. বন্যা ৩. যন্ত্রযান ৬. দুয়ারের পাল্লা ৮. অন্য ভাষায় প্যারাফিন ৯. সাঁড়াশির কাজ-করা স্যাকরার এক যন্ত্র ১০. মেঘ ১২. সপ্তাহের দ্বিতীয় বার ১৩. তরোয়ালের আঘাত থেকে শরীর রক্ষা করে ১৪. একটুতেই যে রেগে যায় ১৬. তরল ধাতু ১৮. চোখের অসুখ যা দৃষ্টিশক্তি কমায় ১৯. জিওল মাছের একটি ২১. বিষ ২২. নতুন

ওপর-নিচ: ১. বৃষ্টি ২. নারীর বিপরীত ৪. পাকিস্তানের এক শহর ৫. দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র ৭. বিশাল এক অরণ-বৃক্ষ ৮. বেশ ভালোরকম ভারী চেহারা ১০. ইংরাজীতে স্কলারশিপ ১১. দামাদামি ১৫. দৃষ্টিশক্তির জন্য চোখের অলঙ্কার ১৭. সোচ্চার ১৮. জন্তু-জানোয়ারের শাবক ২০. ঢেউ

সমাধান ২৫৫ — পাশাপাশি: ১. বান ৩. শকট ৬. দরজা ৮. মোম ৯. চিমটা ১০ জলদ ১২. সোম ১৩. ঢাল ১৪. রগচটা ১৬. পারদ ১৮. ছানি ১৯. মাগুর ২১. গারল ২২. নব

ওপর-নিচ: ১. বাদল ২. নর ৪. করাচি ৫. রাম ৭. জারুল ৮. মোটাসোটা ১০. জলপানি ১১. দরদস্তুর ১৫. চশমা ১৭. সরব ১৮. ছানা ১০. গুন

আজকের দিন

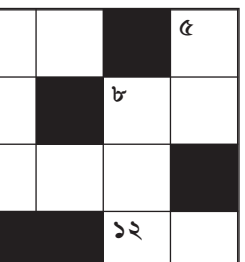

■ **১৯৮৩** — কোরিয়ান এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট ০০৭ সোভিয়েত যুদ্ধবিমানের গুলিতে ভূপাতিত হয়, ২৬৯ জন যাত্রীর সকলেই নিহত হন।

■ **১৯৮৫** — একটি যৌথ ফরাসি-মার্কিন অভিযান উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়।

জন্মদিন

১৯২৩ *বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হবিব তনভিরের জন্মদিন।*

১৯৪৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পিএ সাংমার জন্মদিন।*

১৯৬৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

পিএ সাংমা

আকাশবাণী কলকাতা ১০০

অসীম সুর চৌধুরী

ভারতের বেতার সম্প্রচারের কথা উঠলেই প্রথমে আমাদের মনে আকাশবাণীর নাম ভেসে ওঠে। ১৯২৭ সালের ২৩ জুলাই ভারতের বেতার সম্প্রচারের ইতিহাসে এক স্বর্ণ উজ্জ্বল দিন। ওই দিন মুম্বাইতে ভারতের প্রথম সংগঠিত বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় 'লর্ড আরউ্ইন'এর হাত দিয়ে। নাম 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি' (আইবিসি)। এই কারণে ভারতে সংগঠিত বেতার ব্যবস্থা প্রবর্তনের তারিখ হিসাবে এই ২৩ জুলাই দিনটাকে পালন করা হয়। তখনও কিন্তু 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'নামটা আসেনি। তবে এই 'আইবিসি'কে অল ইন্ডিয়া রেডিওর পূর্বসূরী বলা হয়। ১৯৩৬ সালের ৮ জুন তারিখে 'আইএসবিএস'-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' (এ আই আর)। কিন্তু আকাশবানী শুধু একটা নাম নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস। সেই ইতিহাসের রোমন্থন করা যাক।

আকাশবাণীর জন্মেরও বেশ কয়েক বছর আগেই বেতার সম্প্রচারের যুগ শুরু হয়ে যায়। বেতার নিয়ে ভারতে সর্বপ্রথম সফলভাবে সম্প্রচার প্রদর্শনী করেছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু , কলকাতার টাউন হলে, সেই ১৮৯৫ সালে। কিন্তু সেটা ছিল নেহাত ই পরীক্ষা নিরীক্ষা, কোন নিয়মিত সম্প্রচার নয়। সেটা ভারতে শুরু হয়েছিল এরও সাতাশ বছর পরে। আজ থেকে একশ তিন বছর আগে ১৯২৩ সালের জুন মাসে বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাই) কিছু উৎসাহী ব্যক্তি 'বোম্বে প্রেসিডেন্সি রেডিও ক্লাব' গড়ে তুলে ভারতে প্রথম নিয়মিত বেতার সম্প্রচার শুরু করে। এটা ছিল পুরোপুরি বেসরকারি উদ্যোগ। এর মাত্র কয়েক মাস পারে নভেম্বরে 'ক্যালকাটা রেডিও ক্লাব' এর পরিচালনায় প্রথম কলকাতায় বেতার সম্প্রচার শুরু হয়। ইংল্যান্ডের মার্কনি কোম্পানি এই সম্প্রচারের জন্য তাদের একটা ট্রান্সমিটার ধার দিয়েছিল। এরপর ১৯২৪ সালে মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) 'মাদ্রাজ রেডিও ক্লাব' বেতার বাবস্থা চালু করে। প্রতিদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার অনুষ্ঠান সবাই প্রচার করত। এগুলি সবই কিন্তু ছিল সখের উদ্দ্যোগ, কোনও পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। এরপর ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ড.শিশিরকুমার মিত্র পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের একটি ঘরে ছোট্ট ট্রান্সমিটার বসিয়ে রেডিও সম্প্রচার শুরু করেন। এখান থেকে গান-বাজনা,বক্তিতা ইত্যাদ প্রচারিত হত। এরপর আরও কিছু ছোট ছোট বেতার কেন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু এগুলি সবই ছিল বিচ্ছিন্ন ও বেসরকারী প্রয়াস।

১৯২৬ সালে মুম্বইয়ের কয়েকজন ব্যবসায়ী রেডিও সম্প্রচারের একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এর নাম দেন 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি' (আইবিসি)। প্রধান উদ্যোগক্তা ছিলেন বিশিষ্ট পারসী ব্যবসায়ী 'এফ এম চিনয়'। এই কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয় বিবিসির 'ই সি ডানস্টন'কে। ১৯২৬ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এই কোম্পানির সঙ্গে ভারত

সরকারের (তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার) একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে, আইবিসি কে কলকাতা ও মুম্বাই বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়। যদিও তখনও ওই বেতার কেন্দ্র দু'টি চালু হয় নি।

মুম্বাই রেডিও স্টেশন চালু হওয়ার মাত্র এক মাস পরেই ২৬ আগস্ট ভারতের দ্বিতীয় বেতার কেন্দ্র কলকাতায় শুরু হয়। তখন রেডিও কার্যালয়ের কোনও নিজস্ব বাড়ি ছিল না। ভাড়া নেওয়া হয়েছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের পশ্চিমে ১ নং গারস্টিন প্লেসের বাড়িটা। মাসিক ভাড়া ছিল ৮০০ টাকা। রেডিওর অনুষ্ঠানগুলো শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটা ট্রান্সমিটারের দরকার। তাই টালা পার্কের কাছে কাশীপুরে কিছু জায়গা লিজ নিয়ে সেখানে বসানো হয়েছিল দেড় কিলো ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার। তখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের ডিরেকটর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন 'সি সি ওয়ালিক'।

আকাশবাণী কি আজও প্রাসঙ্গিক? অনেকেই বলবেন, বর্তমানে যখন কয়েক হাজার রেডিও ও টিভি চ্যানেল রয়েছে, তখন আকাশবাণী শোনার দরকার কী? আসলে বেসরকারি চ্যানেলগুলো কিন্তু বাণিজ্য করতে এসেছে, চ্যারিটি নয়। যেখানে লক্ষ্মীলাভ হবে তারা সে দিকেই ছুটবেনে। কিন্তু আকাশবাণীর একটা সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। অজ পাড়া গাঁয়ের কোনও কৃষক কীভাবে চাষ করবেন সেই জন্যই নিয়মিত 'কৃষি কথার আসর' চলছে। আবার কোনও সাইক্লোনের খবর ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচার করতে হয় যাতে মাঝসমুদ্রে কোনও মৎসজীবি আটকে না পড়েন। বিদ্যার্থীদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি শুনে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বাড়ে। আকাশবাণীর ফোন ইন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বহু মানুষ নিখরচায় ডাক্তারের পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। অনেক সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে, কিন্তু আকাশবাণী সবসময় তার সংবাদের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে। ২০২২ সালে পৃথিবী বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা 'রয়টার' একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল। তার বিষয়বস্তু ছিল, ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম কোন কোন সংস্থা, তার একটা তালিকা বানানো। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ে চালানো এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭২ শতাংশ ভোট পেয়ে আকাশবানী হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বৈদ্যুতিন মাধ্যম। তার পরেই রয়েছে দুরদর্শনের 'ডিডি নিউজ'।

ভারতীয় অনুষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে ছিলেন বিশিষ্ট ক্যারিওনেট (এক রকমের বাঁশী) বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। এরপর কলকাতা বেতারে ঘোগ দেন বহু বিশিষ্ট ও গুণী বাক্তিরা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন রাইচাঁদ বড়াল, হীরেন বসু, নলিনী কান্ত সরকার, রাজেন্দ্র নাথ সেন, বীরেন রায়, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, বাণী কুমার, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখ।

১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল বেতার সম্প্রচারের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে আসে। নতুন করে নাম দেওয়া হয় 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' (আইএসবিএস)। কিন্ত এটা অল্প দিনই টিকলো। দেড় বছরের মাথাতেই এই 'আইএসবিএস' কে ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে সমস্ত বেতার কর্মী ও কলাকুশলীদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। তখন ভারতের বেতার দফতরের পরিচালন সমিতি; ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন 'স্যার জোসেফ ভোর'। তার কাছে তখন বিখ্যাত সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ ও আরও কিছু বিশিষ্টজনরা এই ব্যাপারে দরবার করেন। স্যার জোসেফ তখন লাটসাহেবকে বোঝালেন যে, রেডিওর মতো প্রচার মাধামকে হাতছাড়া করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সমীচীন হবেনা। স্যার জোসেফের এই উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার তখন সাময়িকভাবে বেতার কেন্দ্রগুলি বন্ধ না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩২ সালের ৫ই মে পাকাপাকিভাবে বেতার কেন্দ্রগুলো চালু রাখার ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তে বেতার কর্মী ও কলাকুশলীরা নতুনভাবে উৎসাহিত হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। স্যার জোসেফ ভোরের এই প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে, না হলে ভারতের বেতার সম্প্রচারের ইতিহাস অন্যদিকে মোড় নিত।

১৯৩৫ সালে ভারতীয় বেতারের প্রথম 'কন্ট্রোলার অফ ব্রডকাস্টিং' পদে কার্যভার গ্রহণ করেন বিবিসি থেকে আগত 'লায়োনেল ফিলডেন'। তিনি ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি ভারতের রেডিও সম্প্রচারের সদর দফতর দিল্লিতে নিয়ে গেলেন। ঐ বছরেরই ৮ জুন তারিখে 'আইএসবিএস'-এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' (এ আই আর)। তবে আকাশবাণী নামটা দেওয়া হয় স্বাধীনতার পরে, ১৯৫৭ সালের ১ এপ্রিল। তখন থেকে ভারতীর বেতার 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' ও 'আকাশবাণী' এই দুই নামেই পরিচিত হল। অনেকের মতে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইনে আকাশবাণী নামের বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল। কবিতাটার লাইন হল, 'ধরার আঙিনা হতে ঐ শোনো উঠিল আকাশবাণী'। ১৯৩৮ সালে এই কবিতাটি তিনি ডাকযোগে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এই আকাশবাণী শব্দটা কবিগুরুর কবিতার আগেও ব্যবহার হয়েছে। লেখক সুকুমার রায় অনেক আগে তার এক প্রবন্ধে আকাশবাণী কথাটা ব্যবহার করেছেন। আবার মহীশূরের রাজা ১৯৩৫ সালে তার নিজস্ব এক বেতার কেন্দ্র খুলেছিলেন 'আকাশবাণী' নামে।

এই বছর (২০২৩) ৩ রা মে তারিখে ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের এক আদেশ অনুসারে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নামটার বিদায় ঘটেছে। ভারতীয় বেতার সংস্থাকে এখন শুধু 'আকাশবাণী' নামেই ডাকা হবে।

ভারত যখন স্বাধীন হয়, সেই সময় আমাদের দেশে মাত্র ছটা রেডিও স্টেশন ছিল। এগুলি হল মুম্বই, কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, ত্রিরুচিরাপল্লীত্ত এবং লখনৌ। আর আজ আকাশবাণী হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নেটওয়ার্কযুক্ত রেডিও সম্প্রচার সংস্থা। ৪৮৩ টা রেডিও স্টেশন থেকে প্রতিদিন ২৩টি ভাষা ও ১৭৯টি স্থানীয় ভাষায় (উপভাষা) অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। ভারতের জনসংখ্যার ৯৯.২ শতাংশ মানুষ আকাশবানীর অনুষ্ঠান শুনতে পায়। মোট ট্রাসমিটারের সংখ্যা ৬৫৩ টা। নানা ভাষায় প্রচারিত আকাশবানীর অনুষ্ঠানগুলি শুধুমাত্র রেডিও সেটেই যে পাওয়া যায়, তা কিন্ত নয়। দুরদর্শনের ডিটিএইচ পরিষেবা 'ডিডি ফ্রি ডিস' এ আকাশবানীর অনেক রেডিও চ্যানেল সম্প্রচারিত হচ্ছে। মোবাইলে আকাশবাণীর সমস্ত চ্যানেল ২৪ ঘণ্টা শোনা যায়, যা নতুন প্রজন্মকে আকর্ষণ করছে। গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে ক্ষ্মনিউজ অন এ আই আর' অ্যাপটা ডাউনলোড করলেই আকাশবাণীর সমস্ত চ্যানেল শোনা ঘাবে।

আকাশবাণী কি আজও প্রাসঙ্গিক? অনেকেই বলবেন, বর্তমানে যখন কয়েক হাজার রেডিও ও টিভি চ্যানেল রয়েছে, তখন আকাশবাণী শোনার দরকার কী? আসলে বেসরকারি চ্যানেলগুলো কিন্তু বাণিজ্য করতে এসেছে, চ্যারিটি নয়। যেখানে লক্ষ্মীলাভ হবে তারা সে দিকেই ছুটবেনে। কিন্তু আকাশবাণীর একটা সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। অজ পাড়া গাঁয়ের কোনও কৃষক কীভাবে চাষ করবেন সেই জন্যই নিয়মিত 'কৃষি কথার আসর' চলছে। আবার কোনও সাইক্লোনের খবর ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রচার করতে হয় যাতে মাঝসমুদ্রে কোনও মৎসজীবি আটকে না পড়েন। বিদ্যার্থীদের জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি শুনে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বাড়ে। আকাশবাণীর ফোন ইন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বহু মানুষ নিখরচায় ডাক্তারের পরামর্শ পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন। অনেক সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে, কিন্তু আকাশবাণী সবসময় তার সংবাদের নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে।

২০২২ সালে পৃথিবী বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা 'রয়টার' একটা সমীক্ষা চালিয়েছিল। তার বিষয়বস্তু ছিল, ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সংবাদমাধ্যম কোন কোন সংস্থা, তার একটা তালিকা বানানো। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে নিয়ে চালানো এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭২ শতাংশ ভোট পেয়ে আকাশবানী হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বৈদ্যুতিন মাধ্যম। তার পরেই রয়েছে দুরদর্শনের 'ডিডি নিউজ'। বেশ কয়েক ধাপ নীচে রয়েছে 'বিবিসি'। রয়টার একটা নিরপেক্ষ সংস্থা এবং সারা পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে এদের অফিস রয়েছে। তাই রয়টারের এই সমীক্ষা আকাশবানীকে আরও বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

লেখক: আকাশবানী কলকাতায় ৩৬ বছর সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত।

কোট-আনকোট

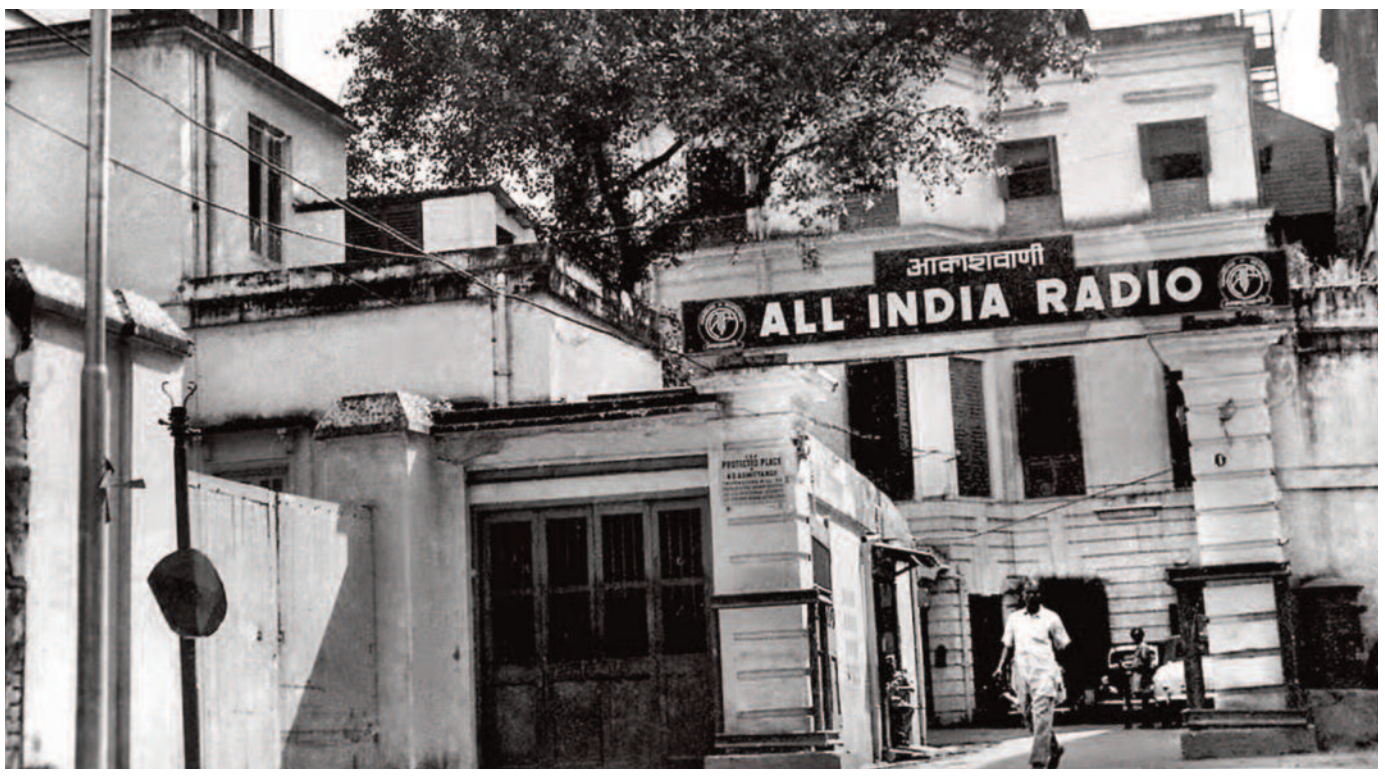

আজ এখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত জিরাম-জি জব কার্ড হোল্ডার ১২৫ দিনের কাজের সূচনা হল। এই বছরে নন্দীগ্রামে ১১ হাজার ৭০০ নতুন বাড়ি তৈরি করব। প্রথম কিস্তি ৬০ হাজার টাকাও দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এছাড়াও আমরা নন্দীগ্রামের হরিপুর একটি দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করলাম।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

কাল বালুরঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর সভা, পরিদর্শনে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আগামী ২ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর শহর বালুরঘাটে প্রশাসনিক সভায় যোগ দিতে আসার কথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত এই জেলা সফরকে ঘিরে জেলা প্রশাসনের অন্দরে তৎপরতা এখন চরম পর্যায়ে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত দিনে দুপুর ১২টা নাগাদ কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে বালুরঘাট বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তাঁর। এরপর বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বালুরঘাটের বালুছায়া সভাকক্ষে যাবেন তিনি। সেখানে জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির কর্তাদের সঙ্গে জেলার উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশাসনিক বৈঠকের পর বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যাহ্নভোজের কর্মসূচি রয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর। মধ্যাহ্নভোজ শেষে মুখ্যমন্ত্রীর বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে যাওয়ার কথা রয়েছে। হাসপাতালের প্রস্তাবিত নতুন মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি সমগ্র হাসপাতালের পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্যসেবা পরিদর্শন করতে পারেন তিনি। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে আরও দুই রাজ্য মন্ত্রী, নিশীথ প্রামাণিক ও শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচিকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকেই জেলা প্রশাসনিক স্তরে দফায় দফায় প্রস্তুতি বৈঠক সম্পন্ন হয়। পরবর্তী সময়ে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সফরসূচির সম্ভাব্য স্থানগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। প্রতিনিধি দলটি প্রথমে বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শন করে। উল্লেখ্য, উড়ান প্রকল্পের অধীনে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বালুরঘাট বিমানবন্দরটি দ্রুত চালু করার বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় ও সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার নিরন্তর উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছেন।

বিমানবন্দর পরিদর্শনের পর জেলা হাসপাতালেও সমস্ত নিরাপত্তা, যাতায়াত ব্যবস্থা ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়।

'পাঠমুখী-মাঠমুখী হোক ছাত্রছাত্রীরা' বার্তা শ্যামসুন্দর গড়াইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে পাঠমুখী ও মাঠমুখী হওয়ার আহ্বান জানানো হল সাধারণ গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠানে। বর্তমানে মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের একাংশ যেমন খেলার মাঠ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তেমনই কমছে গ্রন্থাগারে পাঠকের উপস্থিতিও। সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের পাশাপাশি জ্ঞান অর্জনের জন্য খেলার মাঠ ও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম, সাধারণ গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠানে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বীরভূম জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা সমাজসেবী শ্যামসুন্দর গড়াই।

সোমবার বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে সাধারণ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত মাঠে গিয়ে খেলাধুলো ও শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষ ও পড়ুয়াদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তাঁর কথায়, মাঠে খেললে শরীর সুস্থ থাকবে, আর গ্রন্থাগারে বই পড়লে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও জ্ঞান ও চিন্তার পরিধি বাড়বে।

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা বিজেপির সভাপতি তথা আইনজীবী উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসার প্রতীক রায়, আলোচক কৃষ্ণেন্দু প্রামাণিক-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসার প্রতীক রায় বলেন, গ্রন্থাগারকে শুধু নির্দিষ্ট ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সাধারণ মানুষের কাছে বই পৌঁছে দিতে হবে। এজন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রামে 'বইয়ের পয়েন্ট' তৈরি করার ভাবনাও রয়েছে। সেখানে গ্রামের মানুষ বই নিতে পারবেন এবং পড়া হয়ে গেলে সেই বই আবার সেখানে রেখে যেতে পারবেন। এর মাধ্যমে গ্রন্থাগারের বই আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

বীরভূম জেলা বিজেপির সভাপতি তথা সমাজসেবী ও আইনজীবী উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গ্রন্থাগারকে আরও উন্নত ও আধুনিক করতে সকলকে মুক্তমনে এগিয়ে আসতে হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড

CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসু করা। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১	চন্দ্রিকা এম টান্ড এবং মনোহর কুমার টান্ড যৌথভাবে	২৬৬৭৫	৪৪৮৭	৮১৪৮৬৬৬-৮১৫৩০৪০	৪,৩৭৫

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়াতে, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিকে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বিটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৩য়, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
নীতিন শর্মা
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ৩১ আগস্ট, ২০২৬
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪২০৯৩২
ই-মেইল : hmcosecy@hindmotor.com ওয়েবসাইট : www.hindmotor.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেডের ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") আগামী বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি")/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

নিয়মক্ষম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা মেনে, সভায় সম্পর্কিত হতে চলা বিষয়গুলি নির্ধারণ করে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি, সাথে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদান ও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত হওয়ার সার্কুলার সদস্যদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)-এর কাছে নিবন্ধিত তাদের নিজ নিজ ইমেইল আইডিতে পাঠানো হয়েছে। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com-এ, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং কোম্পানির আরটিএ-এর ওয়েবসাইট https://evoting.kfintech.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। ৮৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত সমস্ত বিষয় ভিসি/ওএভিএম সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি আরটিএ মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড-কে নিযুক্ত করেছে।

এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র বিধি ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে কোম্পানির এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকগুলি বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের মনে রাখার প্রয়োজন যে, এজিএম-এর বিষয়াদি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে পারে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (সকাল ৯.০০ টায়) শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ৫.০০ টায়) শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। এই সময়ের মধ্যে কাট-অফ তারিখে (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণকারী কোম্পানির সদস্যরা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পরে যে সমস্ত যোগ্য সদস্য শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করেছেন, তারা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে evoting@kfintech.com-এ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (আরটিএ)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলির উপর তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা পাননি, তারা এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে/অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে তারা পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য শ্রী অঞ্জন কুমার রায়, এফসিএস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সি.পি.নং. ৪৫৫৭), কলকাতা-কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ই-ভোটিং বা ভিসি/ওএভিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩০৯-৪০০১-এ কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা তাদের einward.ris@kfintech.com এবং evoting@kfintech.com-এ লিখতে পারেন। এছাড়াও, hmcosecy@hindmotor.com-এ বা (০৩৩) ২২৪২-০৯৩২ ল্যান্ডলাইন নম্বরে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

হিন্দুস্তান মোটরস লিমিটেড-এর পক্ষে
মুনীরা আঞ্জুম
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং - এ৭৫৫৭৭
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড

(পূর্বতন সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস : আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বতন ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা-৭০০ ০১৭ ফোন : (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০
ইমেইল : investors@sastasundar.com ওয়েবসাইট : www.healthxplatform.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্দ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ, এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ সার্কুলারসমূহ'' হিসাবে এরপর থেকে উল্লিখিত) কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাধারণ সার্কুলারগুলির সাথে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারি করা ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি (সেবি সার্কুলারসমূহ) মেনে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য আগামী **সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

এজিএম-এর কার্যধারা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পরিচালিত হবে বলে গণ্য করা হবে যা এজিএম-এর স্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমইউএফজি ইন্টাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ৩৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.healthxplatform.com, আরটিএ-এর ওয়েবসাইট https//instavote.linkintime.co.in এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এও উপলব্ধ থাকবে। সময়ে সময়ে সংশোধিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস'')-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত নেই, তাদের কোম্পানির ওয়েবসাইটের ওয়েবলিঙ্ক এবং সঠিক পাথ ধারণকারী একটি ফিজিক্যাল যোগাযোগপত্র পাঠানো হবে যেখান থেকে বার্ষিক প্রতিবেদন (এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ) অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি :

- ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যরা কোম্পানির কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের https://web.in.mpms.mufg.com/KYC- downloads. html এবং https//web.in.mpms.mufg.com/faq.html-এ আইএসআর ১ প্রক্রিয়া মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

  কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি মাস্টার সার্কুলার অনুসারে, আমরা ফিজিক্যাল ফোলিওর ক্ষেত্রে কোম্পানির আরটিএ-কে আপনার প্যান, কেওয়াইসি বিবরণ (পিন সহ ডাক ঠিকানা, ইমেইল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ সহ), নমুনাস্বরূপ স্বাক্ষর এবং নমিনেশন প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

- শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়গুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল শেয়ারহোল্ডারদের ইমেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।
- ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

বুক ক্লোজার কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ অনুসারে কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকগুলি এজিএম-এর উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ড-এর আদেশে
হেলথ এক্স প্ল্যাটফর্ম লিমিটেড-এর পক্ষে
(পূর্বতন সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড)
স্বা/-
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং - এসিএস ২৪০৮১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৮.২০২৬

এনপিআর ফাইন্যান্স লিমিটেড

৬ষ্ঠ ফ্লোর, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর-ফাইভ, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
CIN : L65921WB1989PLC047091, ই-মেইল- npr1@nprfinance.com
ফোন নং : ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০ ওয়েবসাইট : www.nprfinance.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস''), দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (ICSI) কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ (SS-2) এবং এমসিএ ও সেবি কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার - যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের এমসিএ সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫, যা এমসিএ ও সেবি কর্তৃক সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সার্কুলারের সাথে পঠিত, তা মেনে এনপিআর ফাইন্যান্স লিমিটেডের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর মাধ্যমে বৈদ্যুতিন মোডে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) (ডিপি) অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। যে সমস্ত সদস্যদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েব-লিঙ্ক এবং সঠিক পথ ধারণকারী একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com), বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং সিডিএসএল (এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সিস্টেম প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।

এতদ্দ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে :

১. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে বিষয়াদি সম্পাদিত হতে পারে।
২. যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত রয়েছেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধা পাননি, শুধুমাত্র তারাই এজিএম চলাকালীন উপলব্ধ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।
৩. কোনো ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তবে তাকে এজিএম-এ পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।
৪. রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধার নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৫. রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে, যার পরে রিমোট ই-ভোটিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না।
৬. ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কাট-অফ তারিখ হলো ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে।
৭. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যে সমস্ত ব্যক্তি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তারা ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে investors@nprfinance.com / nichetechpl@nichetechpl.com-এ কোম্পানি / আরটিএ-র কাছে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
৮. শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যার নাম নথিভুক্ত রয়েছে, এমন ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিং / অথবা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করার অধিকারী হবেন।
৯. সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেইল লিখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, এভিপি, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-কে জানানো যেতে পারে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ইমেইল পাঠানো যেতে পারে অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২১০৯৯১১-এ কল করা যেতে পারে। আপনি শ্রীমতী রিতিকা বর্মা, কমপ্লায়েন্স অফিসার-এর সাথে ৬ষ্ঠ ফ্লোর, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি@৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক, সেক্টর-ফাইভ, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১ ঠিকানায়, টেলিফোন নং (০৩৩) ৪৮৪৯ ৬৪৯০, ই-মেইল investors@nprfinance.com-এও যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ড-এর আদেশে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নং - এফ১০২৯১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০৮.২০২৬

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144405
নিবন্ধিত কার্যালয় : বিকানের বিল্ডিং, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ই-মেইল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড-এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ সার্কুলারসমূহ'') কর্তৃক জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলারগুলি এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারগুলি, যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ০৩/২০২৫, এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি সার্কুলারসমূহ'') কর্তৃক জারি করা ০৫ জুন, ২০২৫ তারিখে SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'')-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ মেনে সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের ১৬তম (ষোড়শ) বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') আগামী মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি সহ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটোম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড অথবা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www. manaksiaaluminium.com-এ, যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সেই স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.nseindia.com এবং www.bseindia.com-এ এবং এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা)-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

- সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ১৬তম এজিএম-এ বিবেচিত হতে চলা প্রস্তাবিত সমস্ত রেজোলিউশনগুলিতে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।
- রিমোট ই-ভোটিং উইন্ডো **শনিবার, ১৯শ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ০৯.০০ টায় (আইএসটি) খুলবে এবং সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ০৫.০০ টায় (আইএসটি)** বন্ধ হবে। এই সময়ের মধ্যে কাট-অফ তারিখে (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে কোম্পানির শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার কোনো সদস্য কর্তৃক ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, তাকে পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে সভায় পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। কাট-অফ তারিখে যে ব্যক্তি সদস্য নন, তার এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে (রেকর্ড তারিখ) অর্থাৎ **মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের অনুরোধ করে এনএসডিএল-কে evoting@nsdl.co.in-এ অথবা mdpldc@yahoo.com-এ লিখতে পারেন। তবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর কাছে ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত সদস্যরা এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
- কোনো জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in-এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন অথবা শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-এর সাথে pritamd@nsdl.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের জন্য নির্দেশাবলী

- সদস্যদের এনএসডিএল ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হওয়ার সুবিধা প্রদান করা হবে। সদস্যরা তাদের রিমোট ই-ভোটিং লগইন ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার/সদস্যদের লগইন-এর অধীনে www.evoting.nsdl.com/ -এ এটি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত হওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ১৬তম এজিএম সমাপ্ত হওয়ার ২ কার্যদিবসের (৪৮ ঘন্টা) মধ্যে ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। এই ধরনের ফলাফল কোম্পানি কর্তৃক ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং বিএসই লিমিটেড (বিএসই)-এর কাছে পাঠানো হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ঘোষিত ফলাফলগুলি অবিলম্বে কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-এ এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
অভিষেক চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং. এ৬০১৩৪
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১ আগস্ট, ২০২৬

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজি অফিস : ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস : ১৫সি, হেমন্ত বসু সরণি, এলএমজে কমপ্লেক্স, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন +৯১-৩৩-২২৪৮৩৬০৪, ২২৪৮৯৮০৮
ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com, ইমেইল : jaibalaji@jaibalajigroup.com

২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') কর্তৃক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জারি করা সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'')-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এই বিষয়ে এমসিএ কর্তৃক জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলি (সম্মিলিতভাবে ''এমসিএ সার্কুলারসমূহ'' হিসাবে উল্লেখিত) মেনে একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (''সিডিএসএল'') দ্বারা প্রদত্ত ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'') সুবিধার মাধ্যমে এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর সদস্যদের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') আগামী বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলারগুলি মেনে, ২৭তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন গত ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। অধিকন্তু, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, যে সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের সঠিক পথ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী চিঠি পাঠানো হয়েছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www. jaibalajigroup.com**-এ, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**-এ এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এও উপলব্ধ রয়েছে।

যে সমস্ত সদস্য তাদের ইমেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের তা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মহেশ্বরী ডেটোম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০ ০০১-এর কাছে বা কোম্পানির কাছে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এটি নিবন্ধন করার পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো (ক) ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে সদস্যরা কোম্পানির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা আপডেট করেননি, তারা সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে নাম, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ), ফর্ম আইএসআর ১ (কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ) এবং যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি) উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র সহ **contact@mdplcorporate.com / jaibalaji@jaibalajigroup.com**-এ ইমেইলের মাধ্যমে অনুরোধ পাঠাতে পারেন। (খ) ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের (ডিপি) কাছে তাদের ইমেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করতে পারেন।

উপরোক্ত বিষয়ে আরও তথ্যের/স্পষ্টীকরণের জন্য, সদস্যরা উপরোক্ত ঠিকানা/ই-মেইলে কোম্পানির/কোম্পানির আরটিএ-কে লিখতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০২(১) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত সমস্ত নথিপত্র কোম্পানির ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কার্যদিবসে ব্যবসায়িক সময়ের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। নথিপত্র সংক্রান্ত কোনো তথ্য চাওয়া শেয়ারহোল্ডারদের তাদের নাম এবং ফোলিও নম্বর/ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে তাদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা থেকে **jaibalaji@jaibalajigroup.com**-এ ই-মেইলের মাধ্যমে সভার অন্তত ৭ (সাত) দিন আগে কোম্পানিকে লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে উপযুক্তভাবে এর উত্তর দেওয়া হবে।

সদস্যরা কেবলমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন, যার বিশদ বিবরণ কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করেছে। ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী

- সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ মেনে, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ পাস করার জন্য প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা **www.evotingindia.com**-এ সিডিএসএল-এর বৈদ্যুতিন ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
- শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেনিফিসিয়াল ওনারদের রেজিস্টারে যার নাম নথিভুক্ত রয়েছে, এমন ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে বা এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে এবং ভোট দিতে পারবেন।
- কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সদস্যদের ধারণ করা ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে ভোটাধিকার হবে।
- রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত ভোটিং সময়কালে উপলব্ধ থাকবে :
  ক) ই-ভোটিং শুরু সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে
  খ) ই-ভোটিং শেষ বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
  এরপর ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। একবার কোনো সদস্য কর্তৃক রেজোলিউশনের ওপর ভোট দেওয়া হয়ে গেলে, সদস্য পরবর্তীতে তা সংশোধন করতে পারবেন না।
- যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু ই-ভোটিংয়ের কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের দিনে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন, তিনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ডের জন্য রেজিস্ট্রারকে লিখতে পারেন বা **contact@ mdplcorporate.com**-এ ইমেইল করতে পারেন। তবে, যদি কোনো সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর কাছে ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত থাকেন তবে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তার এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত।
- এজিএম-এ উপস্থিত যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট(গুলি) দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকার যোগ্য হবেন। তবে, তারা সভায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
- ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উপলব্ধ রয়েছে। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com**-এর হেল্প বিভাগে উপলব্ধ ''ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল'' দেখুন অথবা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেইল লিখতে পারেন।
- এজিএম-এর আগে বা চলাকালীন যে সদস্যদের সহায়তা প্রয়োজন তারা
  ক) **www.evotingindia.com**-এ উপলব্ধ সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) দেখতে পারেন
  খ) **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেইল পাঠাতে পারেন
  গ) ১৮০০-২১-০৯৯১১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
  বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন. এম. জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০১৩-এর কাছে বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ ইমেইল করে বা টোল ফ্রি নং ১৮০০-২১-০৯৯১১-এ যোগাযোগ করে জানানো যেতে পারে।

সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি বা এজিএম-এ ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১ আগস্ট, ২০২৬

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

CIN : L27106WB1996PLC076866
নিবন্ধিত কার্যালয় : মৌজা - চামরাইল, এনএইচ-৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১১৪
ইমেইল : cs@aanchalispat.com, ফোন : ০৩৩ ২৩২৩ ০০৫২
ওয়েবসাইট : www.aanchalispat.com

৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলি মেনে এজিএম আহ্বান করার জন্য প্রচারিত এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে **আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর** সদস্যদের **৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী বুধবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (''ওএভিএম'')**-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানি ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির বৈদ্যুতিন কপি এবং ২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠাবে যাদের ই-মেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, যে সমস্ত সদস্যদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি বা আরটিএ বা ডিপোজিটরির কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে, যেখানে একটি ওয়েবলিংক প্রদান করা হয়েছে যার মাধ্যমে কোম্পানির ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখা যাবে। সদস্যরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www. aanchalispat.com**, স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং পূর্বা শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (''পূর্বা'')-এর ওয়েবসাইট **https://evoting. purvashare.com**-এও উপলব্ধ থাকবে। যে সমস্ত সদস্যরা বিশেষভাবে অনুরোধ করবেন, তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে।

কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে। উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের ('ই-ভোটিং') মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হলো ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ০৯.০০ টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ০৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপর পূর্বা কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে সমস্ত সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি, তারা অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিবরণ- ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) এবং আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) ইমেলের মাধ্যমে কোম্পানি বা আরটিএ-কে **cs@aanchalispat.com** বা **evoting@ purvashare.com**-এ প্রদান করুন।

এজিএম-এ যোগদানের এবং রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে, আপনি শ্রীমতী দিপালী ধুরি, কমপ্লায়েন্স অফিসার, পূর্বা শেয়াররেজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট নং ৯, শিব শক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জে. আর. বোরিচা মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১১-কে ইমেল লিখতে পারেন অথবা **evoting@purvashare.com**-এ ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ০২২-৪৯৬১৪১৩২ এবং ০২২-৪৯৭০০১৩৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পুষ্পেন্দু কয়াল
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান : হাওড়া
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৬

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড

CIN : L51433WB1960PLC024539
নিবন্ধিত কার্যালয় : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ই-মেইল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (''লিস্টিং রেগুলেশনস'')-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ, এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির (''এমসিএ সার্কুলারগুলি'') সাথে পঠিত ২২/০৯/২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ মেনে ৬৬তম এজিএম-এর ২৮/০৭/২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদনের জন্য কোম্পানির সদস্যদের ৬৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী মঙ্গলবার, ২২/০৯/২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলারগুলি মেনে, কোম্পানি গত ৩১/০৮/২০২৬ তারিখে কোম্পানির সমস্ত সদস্যদের যাদের ইমেইল আইডি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'')/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) (''ডিপি'') কাছে নিবন্ধিত ছিল, তাদের বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে কোম্পানির ৬৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.agigreenpac.com-এ, স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com-এও উপলব্ধ রয়েছে।

সময়ে সময়ে সংশোধিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ২০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪-এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানির ৬৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত রেজোলিউশনগুলিতে সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে কোম্পানি সিডিএসএল -এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

আরও, লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি)-এর বিধানগুলি মেনে, যে সমস্ত সদস্য কোম্পানির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের সঠিক পাথ সহ বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করার জন্য একটি ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

আইনের ধারা ৯১ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪২-এর অধীনে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকগুলি বুধবার, ১৬/০৯/২০২৬ থেকে মঙ্গলবার, ২২/০৯/২০২৬ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল শনিবার, ১৯/০৯/২০২৬ সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং সোমবার, ২১/০৯/২০২৬ বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির যে সদস্যরা কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার, ১৫/০৯/২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তারা রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজোলিউশনগুলিতে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সদস্যরা এজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে/অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে তারা পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। কাট-অফ তারিখে যে ব্যক্তি সদস্য নন, তার এই বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বলে গণ্য করা উচিত। যদি কোনো ব্যক্তি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে কিন্তু ই-ভোটিংয়ের কাট-অফ তারিখের দিনে বা তার আগে কোম্পানির সদস্য হন, তবে তিনি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, এজিএম-এ যোগদান এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে গণ্য করা হবে।

যে সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর কোম্পানি/ডিপি-এর কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন ক্রেডেনশিয়াল এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে উক্ত বিবরণ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

১. **ফিজিক্যাল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য :** আপনাকে আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড মুদ্রিত একটি বাতিল চেক পাতা সহ আপনার ব্যাঙ্কার দ্বারা প্রত্যয়িত ধারকদের স্বাক্ষর সহ যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম আইএসআর-১, আইএসআর-২ এবং নমিনেশনের পছন্দ (https//mdpl.in) পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আপনার নাম চেক পাতায় মুদ্রিত না থাকলে, আপনাকে অতিরিক্তভাবে আপনার পাস বই/ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের ব্যাঙ্ক প্রত্যয়িত কপি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যেখানে আপনার নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং আইএফএসসি কোড দেখানো রয়েছে। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সদস্য contact@ mdplcorporate.com-এ আরটিএ-কে ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
২. **ডিম্যাট শেয়ারহোল্ডারদের জন্য :** অনুগ্রহ করে আপনার ডিপি-র সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার ডিপি দ্বারা নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসারে আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।

কোম্পানি শ্রী প্রবীণ কুমার ড্রোলিয়া, প্র্যাকটিসিং হোল-টাইম কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা (সদস্যপদ নং F2366– C.P. 1362)-কে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

চেয়ারম্যান বা তার দ্বারা লিখিতভাবে অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার পরপরই স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ ই-ভোটিংয়ের ফলাফল স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpac.com-এ এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com-এও আপলোড করা হবে।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে এজিএম-এ অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে সদস্যরা হেল্প বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk. evoting@cdslindia.com-এ ইমেইল লিখতে পারেন অথবা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন. এম. জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩-এর সাথে ০২২-২৩০৫৮৭৩৮/৮৫৪২/৪৩ নম্বরে বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২১ ০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

২৭/০৪/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর সভায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য প্রযোজ্য টিডিএস সাপেক্ষে এবং আসন্ন ৬৬তম এজিএম-এ শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিটি ২ টাকার ফেস ভ্যালুর ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ৭ টাকা লভ্যাংশের সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত লভ্যাংশের জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি মঙ্গলবার, ১৫/০৯/২০২৬ তারিখকে 'রেকর্ড তারিখ' হিসাবে নির্ধারণ করেছে এবং এজিএম-এ অনুমোদিত হলে তা মঙ্গলবার, ২৯/০৯/২০২৬ তারিখের মধ্যে যোগ্য সদস্যদের প্রদান করা হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নং - এ৩০৯২৬
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ৩১ আগস্ট ২০২৬

নেপালে বিপর্যয় থেকে ফিরে চিনকে দায়ী করলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কলকাতার এক ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে গিয়েছিলেন নেপাল। মানস সরোবর কৈলাস যাওয়ার সময় হরপা বানের মুখে পড়েন। উত্তরপাড়ার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা অঞ্জনা সান্যাল(৬৯)। নেপালে বিপর্যয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু মুখ থেকে উত্তরপাড়ার বাড়ি ফিরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা চিনকে দায়ী করলেন, মৃত্যুমুখ থেকে ফিরলেও আবার যেতে চান কৈলাস। এবারই ছিল শেষ সুযোগ কৈলাস মানস সরোবরে যাওয়ার। নেপালে ভোটেকোশি নদীতে হিমবাহ বিস্ফোরণে জলোচ্ছ্বাসে সব ভেসে যাওয়ায় তা আর হল না।অল্পের জন্য জীবন বেঁচেছে।

সতেরো জনের দল গিয়েছিল নেপালে। গত ২৬ তারিখ কাঠমান্ডু থেকে বাসে করে চিনা ইমিগ্রেশন দপ্তরের দিকে রওনা দেন তারা।মাঝে রিফ্রেস হওয়ার জন্য বাস দাঁড়ায়।দশ মিনিট পর বাস ছাড়ে।তবে বাসচালকের কাছে তখন খবর এসে গেছে নদীতে হরপা বান ডেকেছে।দ্রুত বাস ঘুরিয়ে আবার কাঠমান্ডুর দিকে ফিরে যান তাঁরা।তিনি বলেন, 'আমরা যখন বেরলাম পরিষ্কার রৌদ্রজ্জ্বল আকাশ।হঠাৎ করেই কিছুটা দূরে দেখি ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো।নদীর জলরাশি মেঘের মতো নেমে আসছে।বুঝতে অসুবিধা হয়নি বড় বিপদ কিছু একটা হতে চলেছে। বাসের চালক তৎপর ছিলেন।তড়িঘড়ি বাস ঘুরিয়ে কাঠমান্ডুর দিকে রওনা দেন।আরেকটু এগিয়ে গেলেই আমাদের বাস রাস্তায় জ্যামে পড়ে যেত।তখন আর ঘুরিয়ে ফেরার কোনও রাস্তা থাকত না।'

নেপালের এই বিপর্যয়ের জন্য চিনকে দায়ী করেন অঞ্জনা সান্যাল।তিনি বলেন,'হিমবাহ যখন ভেঙে পড়ে তারপর থেকে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় পেয়েছিল নেপাল। চিন যদি আগে থেকেই জানিয়ে দিত এই ঘটনা তাহলে এত মানুষের প্রাণ যেত না। এবারে কৈলাস মানস সরোবর যাওয়া হল না আগামীবার ৭০ বছর হয়ে যাবে তাই ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না।তবে হেলিকপ্টারে করে কৈলাসে এরিয়াল ভ্রমণ করা যায় আমার ছেলে বলেছে।মানস সরোবরেও যাওয়ার ইচ্ছা আছে।' তিনি জানান, 'খুবই ভালো উদ্যোগ ছিল সরকারের। যদিও আমরা তার আগেই রক্সৌল থেকে ট্রেনে চেপে পড়ি। রবিবার ভোরে মিথিলা এক্সপ্রেসে হাওড়া এসে পৌঁছই।'

ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ঘরে ফেরানো গেলে রাষ্ট্রবাদ আরও শক্তিশালী হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ঘরে ফেরানো গেলে রাষ্ট্রবাদ আরও শক্তিশালী হবে। রাজ্যে টাকার বিনিময়ে বহু মানুষের ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া দরকার।ধর্মান্তারিত ব্যক্তিদের পুনরায় তাদের পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। একাজে মঠ ও মিশনের মহারাজদের উদ্যোগী হওয়া দরকার।বাঁকুড়ার পর্যটন কেন্দ্র শুশুনিয়ার বেসরকারি একটি রিসর্টে ন্যাশনালিস্ট কনক্লেভের বাঁকুড়া চ্যাপ্টারে যোগ দিতে এসে একথা বলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। তিনি ধর্মান্তরিত হিন্দুদের ঘরে ফেরার ডাক দেন।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসে তারকেশ্বরের বিধায়ক সন্তু পান বলেন যে, রাজ্যে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। জোর করে বা প্রলোভন দিয়ে ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা হলেই কড়া হাতে দমন করা হবে। অন্যদিকে এই সম্মেলনে এসে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং সাংবাদিকদের জানান যে, গোটা রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে হাল ফেরাতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এজন্য রাজ্যে ৭০০ বাস ও প্রায় তিন হাজার ড্রাইভার ও কনডাক্টরের ঘাটতি রয়েছে। পূজার আগে ৭০০ বাস আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই সরকারি বাসে মহিলাদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের জন্য পিঙ্ক কার্ড এখনই চালু করা যাচ্ছে না। বাসের সমস্যা মিটিয়ে পরিবহণের হাল ফেরানোর পর এবিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণী, হেস্টিংস, কলকাতা- ৭০০ ০২২
ফোন: +৯১-৩৩-২২২৩০০১৬, **ফ্যাক্স:** +৯১-৩৩-২২২৩১৫৬৯, **ইমেল:** kolkata.msum@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট: www.msumindia.com, **সিআইএন:** U17124WB1939PLC128650
হেড অফিস ও ওয়ার্কস : যোধপুর রোড, পালি- ৩০৬ ৪০১ (রাজস্থান)
ফোন: +৯১-২৯৩২-২২০২৮৬/২৮৮, **ফ্যাক্স:** +৯১-২৯৩২-২২১৩৩৩, **ইমেল:** ho.msum@lnbgroup.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য কোম্পানির ৮৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী শনিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ভারতীয় সময় (আইএসটি) দুপুর ১২.৩০ মিনিটে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন ছাড়া ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা সময়ে সময়ে জারিকৃত জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ২২/২০২০ তারিখ ১৫ই জুন, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১০/২০২১ তারিখ ২৩শে জুন, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১৯/২০২১ তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ২১/২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০২/২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১০/২০২২ তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩, জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০৩/২০২৫ তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস" হিসেবে উল্লিখিত)-এর সাথে একত্রে পঠিত বিধানসমূহ অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

উপরোক্ত সার্কুলার এবং প্রযোজ্য আইনসমূহ মেনে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি সেইসব সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.msumindia.com-এও উপলব্ধ থাকবে।

যে সদস্যরা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করে আছেন বা যারা কোম্পানির সাথে তাদের ইমেল অ্যাড্রেস নিবন্ধিত করেননি, তারা রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন এবং এর জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ৮৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া রয়েছে।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী যে শেয়ারহোল্ডাররা ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে তাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের অবিলম্বে তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(স)-এর কাছে তাদের ইমেল অ্যাড্রেস ও মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত/আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী যে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত/আপডেট করেননি, তাদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ-এর ইমেল আইডি corporateaction@mdplcorporate.com-এ তাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধিত/আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, সেই সাথে ইমেল অ্যাড্রেস এবং মোবাইল নম্বর, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) সহ অনুরোধপত্রের স্বাক্ষরিত স্ক্যান কপি পাঠাতে হবে। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে corporateaction@mdplcorporate.com-এ লিখুন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর আদেশানুসারে
মহারাজা শ্রী উমেদ মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জীত কুমার সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬

মেদিনীপুর শহরকে জঞ্জালমুক্ত করার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আবর্জনায় জেরবার মেদিনীপুর শহরকে জঞ্জাল মুক্ত করার দাবিতে সোমবার পুরসভায় চেয়ারম্যানের দফতরে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে শহর জঞ্জালমুক্ত না-হলে পুরসভায় তালা লাগানোর হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট হারে আবর্জনা জমে কার্যত জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছে মেদিনীপুর শহরের একাধিক এলাকা। শহরের ভ্যাটগুলি থেকে আবর্জনা উপচে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ায় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে মেদিনীপুর পৌর এলাকাকে অবিলম্বে আবর্জনামুক্ত করার দাবিতে সরব হয়েছে কংগ্রেস।

সোমবার মেদিনীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানের অফিসের সামনে আবর্জনাভর্তি ডাস্টবিন নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দিনের পর দিন আবর্জনা জমে থাকলেও তা পরিষ্কারের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে না। ফলে দুর্গন্ধের জেরে শহরের পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, বকেয়া বেতন মেটানোর দাবিতে গত এক সপ্তাহ ধরে ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন মেদিনীপুর পৌরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের একাংশ। তাঁদের ধর্মঘটের জেরে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ ব্যাহত হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন এলাকার ভ্যাটগুলিতে আবর্জনা জমে তা উপচে রাস্তায় এসে পড়ছে। একাধিক জায়গায় রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ তৈরি হওয়ায় পথচারীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

ত্রিশক্তি কোর উত্তর সিকিমের ডোমেখাং পর্বত থেকে আরোহণের জন্য ২৪ সদস্যের একটি পর্বতারোহণ দলকে যাত্রা শুরুর অনুমতি দিল। এই অভিযানের নাম 'আরোহণ অজয়'-বরফোড়া সংকল্প।

তালডাঙা নাইন স্টার ক্লাবের খুঁটিপুজোর উদ্বোধন করলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ।

স্কুলে সংস্কৃত দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: শালবনি ব্লকের নান্দাড়িয়া শাস্ত্রী স্মৃতি বিদ্যাপীঠে মহা সমারোহে সংস্কৃত দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সোমবার এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা সরস্বতীর ছবিতে মাল্যদান করেন। বেদমন্ত্র সহযোগে প্রদীপ জ্বালান বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণের সামনে সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা করেন সংস্কৃতের শিক্ষক নীলমণি মণ্ডল।

তিনি বলেন, আদি ভাষা সংস্কৃত থেকেই সমস্ত ভাষার এবং সংস্কৃত থেকেই চিকিৎসা বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা সমস্ত কিছুর উৎপত্তি হয়েছে।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN :L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা** - ৭০০০১৭-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতারা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দখল নিয়েছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন সম্পত্তিটি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিটির সাথে যে কোনো লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), এস. সরণি, কলকাতা** - ৭০০০১৭-এর নীচে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তার উপর প্রযোজ্য সুদ ও খরচ/চার্জের জন্য ধার্য সাপেক্ষ হবে। সুরক্ষিত পরিসম্পত্তের দায়মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে প্রাপ্তব্য সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১.	সমীর মাইতি (ঋণগ্রহীতা) এবং ভীমচরণ মাইতি ওরফে ভীম চন্দ্র মাইতি (সহ-ঋণগ্রহীতা)	১. ১১.০৬.২০২৬ ২. ২৮.০৮.২০২৬ ৩. ১৭,৯৩,২২৭ টাকা (সতেরো লক্ষ তিরানব্বই হাজার দুইশো সাতাশ টাকা) যা ০৮.০৬.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল প্রায় ২৩ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের জমি, যা খতিয়ান নং ২৭/৬ এর অধীনে দাগ নং ১৫২-তে অন্তর্ভুক্ত, মৌজা- দরিয়াপুর, জে.এল. নং ৫১২, তৌজি নং ২৯৩৫, দরিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে, থানা কাঁথি, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৪৪২-এ অবস্থিত। **সীমানা : উত্তরে** : দাগ নং ১৫২ এর অবশিষ্ট অংশ এবং রাস্তা, **দক্ষিণে** : দাগ নং ১৫২ এর অবশিষ্ট অংশ, **পূর্বে** : দাগ নং ১৩৫ এর অধীনে রাস্তা, **পশ্চিমে** : দাগ নং ১৫২ এর অবশিষ্ট অংশ এর সাথে তার উপর অবস্থিত সমস্ত ভবন এবং কাঠামো এবং মাটির সাথে সংযুক্ত বা স্থায়ীভাবে মাটির সাথে যুক্ত কোনো কিছুর সাথে আটকানো সমস্ত প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি।

তারিখ : ২৮.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক / প্রতীকী দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদার-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর বকেয়া পাওনা নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(দের) কাছ থেকে আদায়ের জন্য **১৭.০৯.২০২৬ তারিখে** ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'' এবং ''যাই থাক না কেন'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

১৭.০৯.২০২৬ তারিখে (১৫ দিনের নোটিশ) নিলামে প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তির বিবরণ :

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(দের) / গ্যারান্টার(দের) / বন্ধকদাতা(দের) নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) বিড / দর বৃদ্ধির পরিমাণ
দুর্গাপুর	বিনায়ক সুইচগিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতী অনিতা বাজাজ, শ্রী রাহুল বাজাজ, শ্রী দীপ বাজাজ এবং জুহি বাজাজ অ্যাকাউন্ট নং ০২৫৬৬৭৫১০০০১৮২২১ ০২৫৬৬৭৫১০০০২০৩৭৮	৩.৩৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমির একটি প্লট এবং প্রায় ৫৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক) আয়তনের জি-৪ বিল্ডিং ও কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, সাথে ছাদে একটি রুম যেখানে বৈদ্যুতিক সামগ্রীর শোরুম এবং গুদাম রয়েছে, যা এল.আর. প্লট নং ২১৩৫, ৬৮৮/৮৭৯, ৬৯১/৮৭৭, ৬৯১/৮৭৮, আর.এস. খতিয়ান নং ২৪৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৯, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং ১১৬৫, জে.এল. নং ৬৭, মৌজা - বেনাচিতি, থানা দুর্গাপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, ডিএমসি হোল্ডিং নং ৬/৭/১, ওয়ার্ড নং ১৯-এ অবস্থিত। **উক্ত সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে** : গুঞ্জন বাজাজের সম্পত্তি, **দক্ষিণে** : দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্স, **পূর্বে** : রাজেশ্বরী বাজাজের সম্পত্তি, **পশ্চিমে** : ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা।	ক) ২৪.০১.২০২২ এবং ০৪.০১.২০২৪ খ) ১৪.০১.২০২৫ গ) ১,৮৫,৪২,৬৯৩.২৪ টাকা (এক কোটি পঁচাশি লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছশো তিরানব্বই টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) এবং ১৯,৭১,২৩৩ টাকা (উনিশ লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশো তেত্রিশ টাকা)	ক) ২,৫০,০০,০০০ টাকা খ) ২৫,০০,০০০ টাকা গ) ৫০,০০০ টাকা

বিড নথিতে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীর সারাংশ :

১. বিক্রয় ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে https//banknet.com/ ওয়েবসাইটে অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, যা ইউনিট ১, ৩য় ফ্লোর, VIOS টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াদালা ইস্ট, মুম্বই - ৪০০০৩৭-এ অবস্থিত।
২. বিড নথিপত্র আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ২য় ফ্লোর, কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-০১, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী ফেজ-বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার দুর্গাপুর ৭১৩২১৬ থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত) ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত এবং www.idbibank.in ও https//banknet.com/ ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
৩. সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুযায়ী উপরোক্ত সম্পত্তিতে কোনো দায়বদ্ধতা নেই।
৪. এই প্রকাশনাটি সংশোধিত সারফায়েশি অ্যাক্ট ২০০২-এর রুল ৮(৬) অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিও বটে।
৫. সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলীর বিস্তারিত বিবরণ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে [www.idbibank.in] রয়েছে এবং/অথবা উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে হোস্ট করা বিড নথিটি দেখুন।
৬. অনুমোদিত অফিসার কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

অঙ্গীকারপত্র, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়া	২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৪টা পর্যন্ত
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশনের তারিখ ও সময়	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিঙ্কগুলি দেখুন https://baanknet.com/ এবং https://www.idbibank.in

তারিখ : ০১.০৯.২০২৬, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড

(পূর্বতন এইচএসআইএল লিমিটেড)
CIN : L51433WB1960PLC024539
নিবন্ধিত কার্যালয় : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮,
ই-মেইল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড-এর ফিজিক্যাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ উইন্ডো

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, গত ৩০শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, ফিজিক্যাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার সুবিধার্থে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।

১লা এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে নথিপত্র/প্রক্রিয়ার ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণে যে সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত/ফেরত/অমীমাংসিত ছিল, তা ত্রুটিগুলি সংশোধন করার পর স্থানান্তর নিবন্ধনের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ তারিখের মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১-এর কাছে পুনরায় জমা দেওয়া যেতে পারে।

আরটিএ কর্তৃক সমস্ত নথিপত্র সঠিক বলে বিবেচিত হওয়ার পরেই স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে এবং তা স্থানান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইন থাকবে।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নং - এ ৩০৯২৬
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : আগস্ট ৩১, ২০২৬

কিরণ ব্যাপার লিমিটেড

সিআইএন: L51909WB1995PLC071730
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণী, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন: (০৩৩) ২২২৩০০১৬/১৮, **ইমেল:** kvl@lnbgroup.com, **ওয়েবসাইট:** www.lnbgroup.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য সমস্ত বিধানাবলী এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সেবি কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ই এপ্রিল, ২০২০, পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ই এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ তারিখ ৫ই মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ২২/২০২০ তারিখ ১৫ই জুন, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২১ তারিখ ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২১ তারিখ ২৩শে জুন, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ১৯/২০২১ তারিখ ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ২১/২০২১ তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ এবং সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ই জানুয়ারি, ২০২১, পঠিত সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ই মে, ২০২০ এবং সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ই মে, ২০২২, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ৫ই জানুয়ারি, ২০২৩, সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ এবং SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ (সম্মিলিতভাবে "উক্ত সার্কুলারগুলি" হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / আদার অডিও ভিডিও মিনস (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ভারতীয় সময় (আইএসটি) দুপুর ২.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে, এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য।

উপরিউক্ত সার্কুলারগুলি এবং প্রযোজ্য আইনগুলি মেনে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষের জন্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnbgroup.com/kiran-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে। এছাড়া, যে সমস্ত সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ যেখানে উপলব্ধ রয়েছে সেই সঠিক পাথ-সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠিও পাঠানো হবে।

যে সমস্ত সদস্যরা ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করে আছেন বা যারা কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন এবং এর জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ৩০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া রয়েছে।

ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন/আপডেট করেননি, তাদের অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট / নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ -এ contact@mdplcorporate.com ইমেল আইডিতে ইমেল ঠিকানা এবং কোম্পানির নাম, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করার অনুরোধকারী চিঠির স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত কপিসহ আপডেট / নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, দয়া করে contact@mdplcorporate.com-এ লিখুন।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ৩১শে মার্চ, ২০২৬-এ সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের জন্য প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের উপর ১.০০/- টাকা লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। কোম্পানি সদস্যদের লভ্যাংশ পাঠানোর জন্য ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (এনইসিএস) সুবিধা প্রদান করেছে। এনইসিএস সুবিধাটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সময়ে সময়ে চিহ্নিত স্থানগুলিতে উপলব্ধ। শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ না থাকা বা আপডেট না হওয়ার ক্ষেত্রে, ১৮ই নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ১২-এর সংশোধনী অনুসারে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের ফিজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান করতে অক্ষম হবে।

আরও, সেবি, তার ৩রা নভেম্বর, ২০২১ তারিখের সার্কুলারের মাধ্যমে (পরবর্তীতে ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, ১৬ই মার্চ, ২০২৩ এবং ১৭ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার এবং ৭ই মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলার দ্বারা সংশোধিত) নির্দেশ দিয়েছে যে, সিকিউরিটি হোল্ডাররা (ফিজিক্যাল ফর্মে সিকিউরিটি ধারণকারী), যাদের ফোলিও(গুলি)-তে প্যান বা নমিনেশন বিকল্প বা যোগাযোগের বিবরণ বা মোবাইল নম্বর বা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ বা নমুনার স্বাক্ষর আপডেট করা নেই, তারা কেবল তখনই ১লা এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে উক্ত ফোলিওগুলির ক্ষেত্রে কোনো লভ্যাংশ প্রদানের যোগ্য হবেন, যখন উপরোক্ত সমস্ত বিবরণ সম্পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে। যদি কোনো সদস্য ১লা এপ্রিল, ২০২৪-এর পরে উপরোক্ত বিবরণগুলি আপডেট করেন, তবে সেই সদস্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত আপডেটের পরে ধারণ করা শেয়ারগুলির ক্ষেত্রে সেই সময়কালে (১লা এপ্রিল, ২০২৪ থেকে আপডেটের তারিখ পর্যন্ত) ঘোষিত সমস্ত লভ্যাংশ পাবেন।

শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত ফর্ম ISR-1 এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলিতে উক্ত বিবরণগুলি কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স মহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে আপডেট/নিবন্ধন করতে পারবেন।

ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এছাড়াও, অর্থ আইন, ২০২০ অনুযায়ী, ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে শেয়ারহোল্ডারদের হাতে লভ্যাংশ আয় করযোগ্য, এবং কোম্পানিকে আয়কর আইন, ১৯৬১ ("আইটি আইন")-এর নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত লভ্যাংশ থেকে উৎসে কর কর্তন ("টিডিএস") করতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের নির্ধারিত হারের জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ আইন, ২০২০ এবং তার সংশোধনীগুলি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে, টিডিএস প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার সুবিধার্থে, শেয়ারহোল্ডারদের আইটি আইন অনুযায়ী তাদের আবাসিক স্থিতি, প্যান, বিভাগ তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের (ডিম্যাট মোডে শেয়ার থাকার ক্ষেত্রে) কাছে সম্পূর্ণ এবং/অথবা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে contact@mdplcorporate.com-এ একটি ইমেল পাঠিয়ে অথবা নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করে এই ধরনের বিবরণ জমা দিতে পারেন: mdpl.in/form.

বোর্ডের নির্দেশানুসারে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার ওঝা
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

নিবন্ধিত কার্যালয়: ৭, মুন্সী প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা - ৭০০০২২
ফোন: (০৩৩)২২২৩৩৩৯৪, **ইমেল:** periatea@lnbgroup.com, **ওয়েবসাইট:** www.periatea.com
CIN: L01132WB1913PLC220832

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ১১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শনিবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে (ভারতীয় প্রমাণ সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ও সেবি কর্তৃক এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন সময়ে জারি করা সাধারণ সার্কুলারগুলি (যথা- ৮ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১৪/২০২০-এর সাথে পঠিত ১৩ই এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১৭/২০২০, ৫ই মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ২০/২০২০, ১৫ই জুন, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ২২/২০২০, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৩৩/২০২০, ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ৩৯/২০২০, ১৩ই জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০২/২০২১, ২৩শে জুন, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১০/২০২১, ৮ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১৯/২০২১, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ২১/২০২১, ৫ই মে, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০২/২০২২, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ১০/২০২২, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৩, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০৯/২০২৪ এবং ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নম্বর ০৩/২০২৫; এবং এছাড়াও ১২ই মে, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 -এর সাথে পঠিত ১৫ই জানুয়ারি, ২০২১ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ১৩ই মে, ২০২২ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, ৫ই জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/4, ৭ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 এবং ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার নম্বর SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133, যেগুলি সম্মিলিত-ভাবে "উক্ত সার্কুলারসমূহ" হিসাবে উল্লেখিত)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারসমূহ এবং প্রযোজ্য আইনগুলি মেনে, ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গুলি)-এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.periatea.com এবং যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সেই www.nseindia.com-এ উপলব্ধ হবে। এছাড়াও, যে সকল সদস্যদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছে একটি পত্র পাঠানো হবে যেখানে ওয়েব-লিঙ্ক দেওয়া থাকবে (যাতে সঠিক পাথ উল্লেখ থাকবে) যেখান থেকে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে।

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন বা যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত নেই, তারা এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করতে পারবেন এবং এর জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা ১১৩তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী যে সকল শেয়ারহোল্ডার তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের সাথে আপডেট/নিবন্ধন করেননি, তাদের অবিলম্বে তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের সাথে ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর আপডেট/নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী যে সকল শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, "সূর্য", ৩৫, মেফ্লাওয়ার অ্যাভিনিউ, সেন্থিল নগরের পিছনে, সাউরিপালায়াম রোড, কোয়েম্বাটোর-৬৪১০২৮, তামিলনাড়ু-এর ইমেল আইডি coimbatore@in.mpms.mufg.com-এ একটি অনুরোধ পত্রের স্ক্যান করা স্বাক্ষরিত কপি (যাতে ইমেল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম দেওয়া থাকবে), শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) পাঠিয়ে আপডেট/নিবন্ধন করার জন্য। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, অনুগ্রহ করে coimbatore@in.mpms.mufg.com-এ লিখুন।

পরিচালনা পর্ষদ ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ারে ০.৭৫/- টাকা লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। লভ্যাংশ পাঠানোর জন্য কোম্পানি সদস্যদের ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিস (এনইসিএস) সুবিধা প্রদান করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সময়ে সময়ে চিহ্নিত স্থানগুলিতে এনইসিএস সুবিধা উপলব্ধ। শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ উপলব্ধ না থাকলে বা আপডেট করা না থাকলে, ১৮ই নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ১২-এর সংশোধনী অনুসারে, কোম্পানি ফিজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করতে অক্ষম হবে।

অধিকন্তু, ৩রা নভেম্বর, ২০২১ তারিখের সেবি সার্কুলার (যাতে পরবর্তীকালে ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১, ১৬ই মার্চ, ২০২৩ এবং ১৭ই নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার এবং ৭ই মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলারের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে) নির্দেশ দিয়েছে যে, যে সকল সিকিউরিটি হোল্ডারদের (যারা ফিজিক্যাল ফর্মে সিকিউরিটি ধারণ করছেন) ফোলিওতে প্যান, নমিনেশনের বিকল্প, যোগাযোগের বিবরণ, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ বা নমুনা স্বাক্ষর আপডেট করা নেই, তারা কেবল উক্ত সমস্ত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে জমা দেওয়ার পরেই ১লা এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর ওই ধরনের ফোলিওগুলির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন। যদি কোনো সদস্য ১লা এপ্রিল, ২০২৪ -এর পরে উপরোক্ত বিবরণ আপডেট করেন, তবে সেই সদস্য উক্ত আপডেটের পরে রাখা শেয়ারগুলির জন্য সেই সময়কালে (১লা এপ্রিল, ২০২৪ থেকে আপডেটের তারিখ পর্যন্ত) ঘোষিত সমস্ত লভ্যাংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাবেন।

শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে নির্দিষ্ট ফর্ম ISR-1 এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম পূরণ করে উক্ত বিবরণ আপডেট/নিবন্ধন করতে পারবেন।

ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অধিকন্তু, অর্থ আইন, ২০২০ অনুসারে, ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে শেয়ারহোল্ডারদের হাতে লভ্যাংশ আয় করযোগ্য, এবং আয়কর আইন, ১৯৬১ ("আইটি আইন")-এর নির্ধারিত হারে শেয়ারহোল্ডারদের দেওয়া লভ্যাংশ থেকে কোম্পানির উৎসে কর কাটা ("টিডিএস") আবশ্যক। বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য নির্ধারিত হারের জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের অর্থ আইন, ২০২০ এবং এর সংশোধনীগুলি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সাধারণত, টিডিএস প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার জন্য, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের রেসিডেন্সিয়াল স্ট্যাটাস, প্যান, আইটি আইন অনুসারে ক্যাটাগরি তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সাথে (ডিম্যাট মোডে রাখা শেয়ারের ক্ষেত্রে) পূরণ এবং/বা আপডেট করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এই ধরনের বিবরণ কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে coimbatore@in.mpms.mufg.com-এ ইমেল পাঠিয়ে জমা দিতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশে
দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কো. লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংঘানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন — ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVT. OF WEST BENGAL

Irrigation and Waterways Directorate

S.N.I.T.NO. WBIW/EE/MHQD/ SNIT-02/2026-27

Offline SNIT-Tender is being invited by the Executive Engineer Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum from the eligible bonafied contractors for 01 (One) no. emergent work under SDS (M). Last date of Submission of Tender **08.09.2026 upto 13:00 Hrs.** Other details of tender notice may be seen at website **www.iwd.wb.gov.in**

BELDANGA MUNICIPALITY Murshidabad

CORRIGENDUM

[Ref. NIeT No.- WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-01/2026-27, Sl. 1 to 2]

Tender publishing date has been changed for some Technical issue to **28.08.2026 at 1.00 instead of 27.08.2026 at 1.00 p.m.** For details visit- **www.municipalitybeldanga.org, www.tenders.wb.gov.in**

Office of the
NEALLISHPARA GOALJAN GP

Vill+P.O-Tikiapara, Block - Berhampore, Dist- Murshidabad

E-NITno- 01/NGGP/2026-2027

Dated: **29/08/2026** is here by invited through online by the Prodhan Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore, Murshidabad for civil works upto 14/09/26.

Details may be obtained from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Neallishpara Goaljan GP

NOTICE

Notice Inviting Tender No. 03 of 2026-2027 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)

Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & Time limit of submission of application is **10.09.2026 upto 12:00-O-Noon.**

Memo No. 700, Dated: 31.08.2026 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W. Dte.

Sd/- Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

Tender Corrigendum Notice

Due to sudden closer office on 29.08.2026 original document verification (offline) **(vide tender reference number - WBMAD/ GHATAL/NIT-4e/2026-27 Sl No 1 to 3 Tender ID- 2026_MAD_ 1037868_1 to 3)** and **WBMAD/ GHATAL/NIQ-5e/2026-27 Tender ID- (2026_MAD_1037876_1)** date change to **03.09.2026 at 11.00 am to 05.00 pm,** instead of **29.08.2026 (02.30 PM to 05.00 PM)** otherwise all other process will be same as per previous schedule. **Sd/- Chairman Ghatal Municipality**

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স এআইসি আয়রন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রাম বেনীপুর, পোঃ - সালতোড়, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২৩১২১-এর মালিকানাধীন **"ফার্নেস এবং যন্ত্রাংশ ও ফিটিংস (লট)-এ অগ্নিকাণ্ডে বিস্ফোরণের"** ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্ধারকৃত সামগ্রী বিক্রির উদ্দেশ্যে, কঠোরভাবে "যেমনি আছে যেখানে আছে" ভিত্তিতে, **'কেজি ভিত্তিতে'**, আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে ই-অকশন ফর্ম আহ্বান করা হচ্ছে। পরিদর্শন এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০২/০৯/২০২৬। ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ০৩/০৯/২০২৬ তারিখে।

ই-অকশন ফর্মের জন্য, যোগাযোগ করুন **মিস্টার টিম অকশন এক্সপ্রেস-এর সাথে মোবাইল - +৯১ ৯৮৭১৮১০৯২৮ নম্বরে**

অকশন এক্সপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (নিলামকারী)
বিস্তারিত তথ্যের জন্য
www.auctionexpress.in.

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/ 164/26-27 Dated 31.08.2026

E-Tenders are being Invited for Supply and Delivery of 30W LED Street Light for Maintenance Works at Various Wards under Rajpur Sonarpur Municipality. **a) Date of uploadation:** 31. 08.2026 at 11-00 hrs. **b) Amount of lights:** 1225 pcs. **c) Documents download starting date & time:** 01 09.2026 at 11-00 hrs.. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 14. 09.2026 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid:** 16. 09.2026 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Pavement work in different wards under Bongaon Municipality.

Tender reference: WBMAD/NIeT/34/BM/2026-27/PWD

Date: 31.08.2026

Tender ID: 2026_MAD_1039870_1, 2026_MAD_1039870_2, 2026_MAD_1039870_3, 2026_MAD_1039870_4, 2026_MAD_1039870_5, 2026_MAD_1039870_6, 2026_MAD_1039870_7, 2026_MAD_1039870_8, 2026_MAD_1039870_9

1. Bid Submission Start date- **31.08.2026 at 18:55.** 2. Prebid meeting date- **09.09.2026 at 14:00.** 3. End date- **16.09.2026 at 10:00.** 4. Bid opening date- **18.09.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Sabana Khatun,** Father's Name - **Talim Molla,** of Vill - 11 No. Amartala, PO - G Baikanthapur, PS - Kakdwip, Dist - South 24 Parganas, Who has been missing since 26.01.2026, at about 10.00 hrs, Residential area under Kakdwip PS, Description of this Missing person is: **Age** - 17 Years (Approx), **Height** - 5 Feet 4 Inch (Approx), **Complexion** - Fair, **Wearing**- Churidar, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120

ICA-D 1317(3)/2026

TAKI MUNICIPALITY

P.O.: Taki, Dist.: North 24 Pgs

CORRIGENDUM

Vide NIeT No: 01/WBMAD/TM/26-27, Dated-14.08.2026

The bid submission date against **Tender ID No. 2026_MAD_1038144_3** and **Tender ID No. 2026_MAD_1038144_15** is hereby extended, **up to 07.09.2026 at 12:00 Noon.** The date and time of opening of the bids for Technical Purpose shall be **09.09.2026 at 12:00 Noon.** All other terms and conditions of the tender shall remain unchanged. For further details, please contact Taki Municipality or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Chairman**
Taki Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-পিএফ-শেড-২৬এসটিএন, তারিখ ২৮.০৮.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং এসডিএসটিই-ইটিএন-পিএফ-শেড-২৬এসটিএন-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** শিডিউল এ - হাওড়া ডিভিসনে তালিত, খানা, ঝাপটের ঢাল, বনপাস, নোয়াদার ঢাল, গুসকরা, পিচকুরির ঢাল, ভেদিয়া, বোলপুর শান্তিনিকেতন, প্রান্তিক, কোপাই, আহমদপুর, বাতাসপুর, সাঁইথিয়া, গদাধরপুর, মল্লারপুর-এ নন-সাবার্বান স্টেশনগুলির পিএফ শেডের ব্যবস্থা। শিডিউল বি - হাওড়া ডিভিসনে ২৬টি নন সাবার্বান স্টেশনে পিএফ শেড-এর ব্যবস্থা। শিডিউল সি - হাওড়া ডিভিসনে বেলানগর, ডানকুনি, গোবরা, জনাই রোড, বেগমপুর, বারুইপাড়া, বলরামবাটী, মির্জাপুর বাঁকিপুর, কামারকুন্ডু, মধুসূদনপুর, চন্দনপুর, পোড়াবাজার, বেলমুড়ি, শিবাইচণ্ডী, হাজিগড় প্রভৃতির নন-সাবার্বান স্টেশনে পিএফ শেড-এর ব্যবস্থা। শিডিউল ডি- সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রে আদি সপ্তগ্রাম, মগরা, তালাণ্ডু, খন্যান, পাণ্ডুয়া, সিমলাগড়, বৈঁচি, বৈঁচিগ্রাম, দেবীপুর, নিমো, বাগিলা, রসুলপুর, হুগলী ঘাট, গরিফা স্টেশনে পিএফ শেডের ব্যবস্থা। শিডিউল ই - সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় গুড়াপ, ঝাপানডাঙ্গা, জৌগ্রাম, মসাগ্রাম, নবগ্রাম, চাঁচাই, পাল্লা রোড, শক্তিগড় ও গাংপুর স্টেশনে পিএফ শেডের ব্যবস্থা। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫,৪৩,৭০,০৮৭.৯৯ টাকা। **বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১০,৮৭,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৯ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৮.২০২৬ দুপুর ২টো ৫৯ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরু ঃ** ০৭.০৯.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৯.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

HWH-313/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Bhatpara Municipality, Bhatpara Kankinara,24Pgs (North)

1) NIeT No-MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/419,Dated-27/08/26
2) NIeT No-MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/418,Dated-27/08/26

e-Tender is invited in two parts for 1) 186Nos. & 2) 49Nos. of developmental works in different Wards of Bhatpara Municipality.Last Date of Submission of tender is 19/09/2026 at 17:10 Hrs. Details May be seen in "wbtenders.gov.in" and "bhatparamunicipalitygov.co.in"

S/d
Executive Officer, Bhatpara Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/132/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Covered Drain from Golam Hossion Molla to Jagannathpur Connection road at Jagannathpur Mollapara in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.97,485.00

Bid Submission end date: **08.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/125/26-27 Dated 29.08.2026	Upgradation of C. C. Road from H/O Haripada Jana to H/O Kartik Das in Ward No.-35 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.5,62,945.00

Bid Submission end date: **08.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER

e-N.I.Q, No- 03/VBGRAMG of 2026-27
of the B.D.O, Kakdwip Development Block
Tender ID: 2026_ZPHD_5021101_1 to 9

Sealed tenders in prescribed proforma are invited for 09 (Nine) Nos. work under Kakdwip Development Block, VBGRAMG Fund, Last date of submission of tenders is **07.09.2026 (upto 05.00 P.M)** For more details of the N.I.T, please visit departmental website **www.tenders.wb.gov.in** or see this office notice board.

Sd/- Block Development Officer
Kakdwip Development Block
Kakdwip, South 24 Parganas.

DUM DUM MUNICIPALITY

44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata-700028

"DUM DUM MUNICIPALITY HAS published 13 no of E-tenders in the Govt website: **"wbtenders.gov.in."** related to Road Repairs/Patchworks/pot hole repairing of various roads under various wards under Dum Dum Municipality–15FC untied. vide memo no 661/ADMIN/DDM/GEN/26-27, Dtd **31/08/2026**. Published on **01/09/2026.** The Last date for dropping Bids is 09/09/2026. Techno commercial Bids opening is on 11/09/2026.

Sd/-Administrator
Dum Dum Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/70/26-27 Dated 29.08.2026	Upgradation of C. C. Road at H/OSima Nandi to H/O Pravash Kr.Bhattacharyee near Gas Godown Ward No.-34 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.2,36,068.00
WBMAD/ULB/ RSM/71/26-27 Dated 29.08.2026	Construction of a Culvert, pathway and land development at Urban Health and wellness Centre (UH&WC) Premises at Chowhati Karbara more, Near Chowhati High School, Rajpur, ward no 24 within Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.2,18,081.00

Bid Submission end date: **09.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-06/26-27 Dated 11.08.2026

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 08.09.2026 in place of 31.08.2026 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037428_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037469_1 **(3)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037476_1 **(4)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037470_1 **(5)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037474_1 **(6)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037406_1 **(7)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037413_1 **(8)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037421_1 **(9)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037427_1 **(10)** Tender ID No. 2026_ADDA_1037435_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

NOTICE

The Following E-Tender are invited by the Executive Officer, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 842, Dt. 27/08/2026** for Improvement of Mastick Road & C.C Road at Different Places under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1039800_1 to 17,** Last Date of Bid Submission **15/09/2026 up to 18.55 Hrs.**

Sd/- **Executive Officer,**
Kanchrapara Municipality.

বারাসাত ও হাসনাবাদের মধ্যে একজোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন

শিয়ালদহ ডিভিসনের বারাসাত - হাসনাবাদ শাখায় কাঁকড়া মির্জানগর হল্ট স্টেশনের নিকটবর্তী **কচুয়া ধামে** শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর পবিত্র জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তদের প্রত্যাশিত ভীড় সামাল দিতে, বারাসাত ও হাসনাবাদের মধ্যে একজোড়া ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন **০৩ দিন** তথা **০২.০৯.২০২৬, ০৩.০৯.২০২৬ ও ০৪.০৯.২০২৬ তারিখে** নিম্নলিখিত সময়সূচি অনুসারে চলবেঃ-

বারাসাত- হাসনাবাদ আপ ইএমইউ স্পেশাল		স্টেশন	হাসনাবাদ - বারাসাত ডাউন ইএমইউ স্পেশাল	
পৌঃ	ছাঃ		পৌঃ	ছাঃ
–	১৩.২০	বারাসাত	১৬.৫০	–
থামবে	১৩.৩৫	সণ্ডালিয়া	১৬.২৬	১৬.৪০
থামবে	১৩.৫১	হাড়োয়া রোড	থামবে	১৬.১২
১৩.৫৭	১৩.৫৮	কাঁকড়া মির্জানগর	১৬.০৭	১৬.০৮
থামবে	১৪.১২	চম্পাপুকুর	থামবে	১৫.৫১১/২
থামবে	১৪.২১	বসিরহাট	থামবে	১৫.৪৪ ১/২
১৪.২৭	১৪.৪২	মধ্যমপুর	থামবে	১৫.৩৮
১৪.৫৩	–	হাসনাবাদ	–	১৫.৩০

উপরোক্ত ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে আপ ও ডাউন উভয় অভিমুখে ফ্ল্যাগ ও হল্ট স্টেশন সহ সকল স্টেশনে থামবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/129/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Bituminous Road From shop of Prakash mandal to shop of Sonatan Mandal at Ghasiara Purba para Nona Jagadishpur in ward no.-11 within Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.27,61,198.00
WBMAD/ULB/ RSM/130/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing WBM Road at Kabardangha Road in Ward No.15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.95,01,554.00
WBMAD/ULB/ RSM/131/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Bituminous Road From Idol Flat to Masjid Near Jagannathpur Sporting Club in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.70,63,684.00
WBMAD/ULB/ RSM/133/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Kadamtala more to Rail gate (Ghoshpara) in Ward No.13 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.60,38,063.00
WBMAD/ULB/ RSM/134/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Sarat Sarani Ganashakti culvert to Birbal's Khatal in Ward No. 09 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.31,18,375.00
WBMAD/ULB/ RSM/135/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Buribattala Road in Ward No.15 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.89,42,610.00
WBMAD/ULB/ RSM/136/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing WBM road from Baikunthapur more to Nabin Sangha and Baguipara Auto stand to Kishalaya club in Ward No.-14 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.44,92,930.00
WBMAD/ULB/ RSM/145/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Mintu Sardar House to Subrata Das House in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.12,19,736.00
WBMAD/ULB/ RSM/146/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Naskarpara Mansha Mandir to Somnath Pal House in Ward No. 09 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.22,21,816.00
WBMAD/ULB/ RSM/147/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Road Narendrapur Station Road in Ward No.- 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.60,48,005.00

Bid Submission end date: **16.09.2026 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

NIeT No.:- WBPWD/AEASDIII/NIeT-02/2026-27 of The Assistant Engineer, Alipore Sub Division-III, P.W.D. (Date Extension). Name of Work: Annual maintenance of different types customized kitchen appliances including all necessary spare parts located at Soujanya at Alipore, Kolkata-700027 under Alipore Division, PWD (For a period of One Year Only). Rs. 2,49,000.00. Bid Submission end date 09.09.2026 at 11:00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5020190_1. Details will be available from the website http://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Alipore Sub-Division-III

ICA- T16564(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

NIeT No.:- WBPWD/AEASDIII/NIeT-01/2026-27 of The Assistant Engineer, Alipore Sub-Division-III, P.W.D. for 07 (Seven) no. works(Date Extension). 1) Rs. 4,25,598.00, 2) Rs. 4,99,312.00, 3) Rs. 4,99,855.00, 4) Rs. 2,99,594.00, 5) Rs. 4,99,225.00, 6) Rs. 4,99,874.00, 7) Rs. 4,99,136.00. Bid Submission end date 09.09.2026 at 11:00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5019551_1 to 7. Details will be available from the website http://tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Alipore Sub-Division-III

ICA- T16565(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

2026_WBPWD_5020754_1/2/3/4/5/6/7/8/9

Sealed Bids are invited against NIeT No: WBPWD/AE/KMCHSD/NIT-08e/2026-27 for 9 (Nine) numbers work. Bid submission start date is 02.09.2026 from 11:00 A.M. & Bid submission end date is 09.09.2026 upto 2:00 P.M. Details are available in **tenders.wb.gov.in** & **www.pwdwb.gov.in** as well as at the office of the Assistant Engineer, Kolkata Medical College Hospital Sub-Division, P.W.D, 33A Eden Hospital Road, Kolkata-700073. Sd/- Assistant Engineer, P.W.D. Kolkata Medical College, Hospital Sub-Division.

ICA- T16608(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

AE/UluHwy Sub-Div, P.W.R.D., invites 3 No. of online tender for various works as per work schedule vide e-NIT No. 11 of 2026-2027/AE/ULHSD. Tender ID: 2026_WBPWD_5020912_1 & 2026_WBPWD_5020912_2 & 2026_WBPWD_5020912_3. Bid Submission Start Date (Online): 31.08.2026 from 10.00 Hrs. Bid Submission Last Date (Online): 10.09.2026 up to 15.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in www.wbpwd.gov.in Sd/- AE/ULHSD/ PWRD.

ICA- T16576(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PW(R) Dte. TENDER NOTICE

2026_WBPWD_5020795_1-2

Online e-Tender (eNIT 07 of 2026-27) has been invited by the Assistant Engineer, P.W.(Roads) Directorate, Baguihati Highway Sub-Division at Golaghata, K.N.I. Avenue, Kolkata-700048 from Bonafide agency for different types of works. Bid submission closing (On line) 11.09.2026 at 15.00 hrs. Other details may also be seen from the office notice board/website. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Assistant Engineer, Baguihati Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate

ICA- T16582(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING QUOTATION

NO: 29 of 2026-2027 OF EXECUTIVE ENGINEER, HOOGHLY DIVISION, P.W.D Tender reference No: WBPWD/EE/ HOOGHLY DIVISION/NIQ_29/2026-27.Tender ID No: 2026_WBPWD_5020575_1 & 2026_WBPWD_5020575_2. Bid submission start date(online): 02.09.2026, at 2.30pm Bid Submission Closing Date (on line): 9.09.2026 upto 11.00am. Details may be downloaded from : http://etender.wb.nic.in or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website http://pwdwb.in Corrigendum, if any will be published in website only Executive Engineer, P.W.D. Hooghly Division.

ICA- T16584(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Tender Notice

Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate, Inviting Sealed Tender for & on behalf of Governor of West Bengal, Ref: e_NIT-03 (2ND Call) of 2026-27 of E.E.KS-II Div. Tender I.D.is 2026_HSD_5020944_1. Last Date of submission 16.09.2026 Up to 3.00 P.M. For Details please visit www.tenders.wb.gov.in or contract in the Office of The Executive Engineer in any working day. S/D - Executive Engineer, Kolkata South-II Division, Housing Directorate

ICA- T16612(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer North Kolkata Health Electrical Sub Division, P.W.D, invite online e-Tender for the work of "Annual comprehensive maintenance of different kind of air-conditioning machines at G.N.M. Training School and Hostel, C.O.M.S.D.H., Kamarhati. FY 2026-27" WBPWD/AE/NKHESD/NIQ-24/T of 26-27(3rd call) Tender ID: 2026_WBPWD_5020614_1. Bid Submission Closing date (Online): 07.09.2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/-ASSISTANT ENGINEER, P.W.D NORTH KOLKATA HEALTH ELECTRICAL SUB DIVISION.

ICA- T16587(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CORRIGENDUM-2

Tender is invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/eq-03 OF 2026-2027, ID: 2026_PHED_1035609_1 for Sl. No. 1 (i) Last date of submission: 07.09.2026 Upto 03:00 p.m. (ii) Date of Opening: 09.09.2026 After 03:00 p.m. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: http://wbtenders.gov.in Sd/- for Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte.

ICA- T16553(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

CORRIGENDUM NOTICE

Please note Bid submission end date (online) is **extended to 08.09.2026 up to 14:00 P.M.** for the following job "Repairing and Renovation of Nursing Hostel GNM room, Classroom, Faculty room and Compound Light under the NRS MCH, Kolkata-Electrical Installation works" vide e-tender no. **WBPWD/EE-II/ CKHED/eNIT-32/26-27, Tender ID : 2026_WBPWD_5018167_1.** Detail information/download/upload will be available from the website: **http://tenders.wb.gov.in** & **http://pwdwb.in** Sd/- Executive Engineer-II, P.W. Dte., Central Kolkata Health Electrical Division.

ICA- T16603(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.Directorate, Bongaon Sub-Division invites online e-tender for the work of WBPWD/AE/BNGSD/NIeT-10/2026-2027. **I)** "Repairing of potholes of Khaspur Kheyaghat Road (Old Tentulia Maslandapur Road) from Ch. 0+000 Km to Ch. 1+800 Km in District of North 24 Parganas under Barasat Division (PWD) during the year 2026-27. Estimated Amount : Rs. 2,82,535.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5020565_1. **II)** "Repairing of potholes of Tentulia-Maslandapur Road from Ch. 7.00 km to 7.50 km in District of North 24 Parganas under Barasat Division (PWD) during the year 2026-27. Estimated Amount : Rs. 3,20,267.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5020565_2. Bid Submission Start Date (Online) : 01.09.2026 at 6.00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online) : 08.09.2026 at 2.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Bongaon Sub-Division, P.W.Dte.

ICA- T16567(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

NIEIRT No. 10 of 2026-27, E.E. - I, Alipore Division, PWD. Name of Work – Providing caretaking, housekeeping staff of Govt. Bungalow located at 32 Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027, under Alipore Division, PWD during the year 2026-27. (Earnest Money Rs. 30,000/-) Bid Submission end date 16.09.2026 upto 15.00 hrs. Tender ID: 2026_WBPWD_5020621_1. Details will be available from the web site tenders.wb.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Executive Engineer – I, Alipore Division, PWD.

ICA- T16618(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

SE & PD/PIU-I, P.W. (Roads)Directorate invites online e-tender for the work "Karimpur - Natidanga - Nazirpur Road - Widening & Strengthening Work - from 0.00 Kmp. to 21.330 Kmp. - under Nadia Division, P.W.Dte. in the district of Nadia, West Bengal." Estimated Amount- Rs. 51,07,33,619.00/- e-NIT No. 18 of 2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5020966_1. Bid submission start date (online): 09/09/2026 from 3.00 p.m. Bid submission closing date (online): 23/09/2026 up to 3.00 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : https://tenders.wb.gov.in Sd/- SE & PD, PIU-I, PWRD, GOVT. OF W.B.

ICA- T16636(1)/2026

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/139/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road from Ayan Taraftad House via Bank Plot Kali Mandir to Missionpally more Deep Tubewell in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.93,05,194.00
WBMAD/ULB/ RSM/141/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of Bituminous Road From Radhanagar Road Dhalai Bridge at Ghasiara Purbapara in Ward No. 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.56,54,435.00
WBMAD/ULB/ RSM/142/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of Bituminous Road From Boshbagan Morh via Chandpur Dhalai Bridge at Ghasiara Madhya Para in Ward No. 11 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.96,73,154.00
WBMAD/ULB/ RSM/143/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM roar at Kalibari Road in Ward No. 15 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.91,06,604.00
WBMAD/ULB/ RSM/144/26-27 Dated 31.08.2026	Repairing of WBM road from Mintu Koborsthan to Sahajan Gayen Shop at Jagannathpur Mollapara in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.33,37,098.00
WBMAD/ULB/ RSM/149/26-27 Dated 31.08.2026	Reparing of WBM road at Mathurapur Road in Ward No. 12 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.96,41,274.00

Bid Submission end date: **16.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.tenders.wb.gov.in**

Sd/- F.O & E.O-In-charge., Rajpur-Sonarpur Municipality

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি - ২য় ই-নিলাম

দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড

CIN : U70109WB1983PTC035764

নিবন্ধিত ঠিকানা : ১০০৪-০৫ কৃষ্ণা বিল্ডিং, ২২৪ এজেসি বোস রোড, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭০০ ০১৭

মাননীয় এনসিএলটি-র ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ অনুযায়ী আই.এ নং ৩০/কেবি/২০২২ এবং সি.পি. (আইবি)/৫৫৭(কেবি) ২০১৭ কোম্পানিটি লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে রয়েছে

https://baanknet.com 'মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড' (বর্তমানে অবসায়ন প্রক্রিয়ারত)-এর সম্পদসমূহ; যার মধ্যে রয়েছে চা বাগানের জমি ও ভবনের মেয়াদোত্তীর্ণ/অ-মেয়াদোত্তীর্ণ ইজারা স্বত্ব, প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি, এবং সিকিউরিটিজ ও আর্থিক সম্পদ; ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব কোড (IBC), ২০১৬' এবং 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়াত্ব বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (অবসায়ন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, ২০১৬'-এর বিধান অনুযায়ী বিক্রি করা হচ্ছে। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি 'আইবিবিআই অবসায়ন প্রক্রিয়া প্রবিধান ২০১৬'-এর ৩২(বি) ধারা অনুযায়ী 'স্লাম্প সেল' পদ্ধতিতে এবং কঠোরভাবে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" সম্পন্ন হবে। মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চের ১৭/১০/২০২৫ তারিখের আদেশ সি.পি.(আইবি)/৫৫৭ (কেবি) ২০১৭ অনুযায়ী নিযুক্ত অবসায়নকারী শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা এই বিক্রয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https://baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হবে।

ক্রম	বিবরণাদি	ব্লকঙ্খ(
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	০১.০৯.২০২৬
২.	নিলাম অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ	২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত আগাম জ্ঞাত করা সাপেক্ষে।
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতা প্রয়োজনীয় নথি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা এবং বায়না জমা (ইএমডি) ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মে দাখিল করবেন	৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১১ টা থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত।
৪.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম উপলব্ধ ওয়েব পোর্টাল https://baanknet.com মাধ্যমে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (সোমবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রি সম্পাদিত হবে।
৫.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন , ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩। **ip.dkvte@gmail.com**

গুরুত্বপূর্ণ এনসিএলটি আদেশ : আই.এ. (আইবি) নং ২৭/কেবি/২০২৬-এ ১০.০৬.২০২৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্পোরেট ডেবটরকে একটি চলমান সত্তা বা অবিরত আইনি/জুরিডিক্যাল সত্তা হিসেবে বিক্রয়/হস্তান্তর প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই এই নিলামটি রেগুলেশন ৩২(বি)-এর অধীনে একটি কম্পোজিট সম্পদ প্যাকেজ/স্লাম্প সেল হিসেবে কঠোরভাবে আইনিভাবে অর্পিত এবং হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ, অধিকার এবং স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কর্পোরেট ডেবটরের নিজের কোনো বিক্রয় বা হস্তান্তর বিবেচনা করা হচ্ছে না। লিজ, লাইসেন্স, অনুমোদন এবং অনুমতিগুলি প্রযোজ্য আইন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সাপেক্ষে থাকবে, লিকুইডেশনের দ্বারা স্বয়ংক্রিয় হস্তান্তর, নবায়ন বা অব্যাহত রাখার কোনো নিশ্চয়তা ছাড়াই।

নীচে উল্লিখিত হিসাবে কর্পোরেট ডেবটরের সম্পদের বিক্রয় :

সম্পদসমূহের বিবরণ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(বি)-এর অধীনে (সিওসি দ্বারা অনুমোদিত) স্লাম্প সেল-এর মাধ্যমে কম্পোজিট সম্পদ হিসেবে কর্পোরেট ডেবটরের সম্পদ, অধিকার এবং স্বার্থের বিক্রয়, যেখানে শুধুমাত্র কর্পোরেট ডেবটরের জন্য আইনত উপলব্ধ এবং হস্তান্তরযোগ্য ভবন, প্ল্যান্ট ও মেশিনারি, সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং অন্যান্য অধিকার/স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পূর্ণভাবে মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে) ("কোম্পানি")-এর "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা দায়ে" ভিত্তিতে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি কোড (জজঙ্খ), ২০১৬ এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর বিধান অনুযায়ী বিক্রি করা হবে।				
আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুযায়ী "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা দায়ে" ভিত্তিতে কর্পোরেট ডেবটরের সম্পদের বিক্রয় "আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(বি)-এর অধীনে একটি স্লাম্প সেল" (ভবন, প্ল্যান্ট ও মেশিনারি, সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস নিয়ে গঠিত) (সিওসি দ্বারা অনুমোদিত), যা অবস্থিত সাইট-১ : দুতেরিয়াহ টি এস্টেট, থানা জোড়বাংলো, মৌজা দুতেরিয়াহ টি গার্ডেন, জেলা - দার্জিলিং, তৌজি নং-১৪এফ, বিআই-৩৭ এবং বিআই-৪। সাইট-২ : কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট, থানা জোড়বাংলো, মৌজা কালেজ ভ্যালি টি গার্ডেন, জেলা দার্জিলিং, তৌজি নং-বিআই-১১২ এবং বিআই-৩৬। সাইট ৩ : পেশক টি এস্টেট, দার্জিলিং জেলার রংলি রংলিয়ট তহসিল, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। সাইট ৪ : সিমরিপানি টি এস্টেট, মৌজা সিমরিপানি টি এস্টেট, জেলা দার্জিলিং, থানা সুখিয়াপোখরি, তৌজি নং ৮৭৯।	২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ (সোমবার) সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)	১৩,৩০,০০,০০০ টাকা (তেরো কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা)	১,৩৩,০০,০০০ টাকা (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ টাকা)	২৫,০০,০০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ টাকা)

নিয়ম ও শর্তাবলী :

১. এখানে উল্লিখিত সম্পদ, অধিকার এবং স্বার্থের বিবরণগুলি বর্তমানে লিকুইডেটরের কাছে উপলব্ধ রেকর্ড এবং তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। এগুলি নির্দেশক এবং প্রতিটি সম্ভাব্য বিডারের স্বাধীন যাচাইকরণ এবং যথাযথ সতর্কতার সাপেক্ষে। লিকুইডেটর টাইটেল, এলাকা, মেয়াদ, লিজের স্থিতি, নবায়ন, হস্তান্তরযোগ্যতা, দখল, অবস্থা, পরিমাণ, গুণমান, বিধিবদ্ধ অনুমোদন বা সম্পূর্ণতার ব্যাপারে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি (প্রকাশ্য বা নিহিত) প্রদান করেন না এবং কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
২. সম্ভাব্য বিডাররা স্বাধীনভাবে সমস্ত টাইটেল/মেয়াদের নথিপত্র, লিজ, নবায়ন, অনুমতি, অনুমোদন, দায়বদ্ধতা, বিধিবদ্ধ দায়, কর, শুল্ক, সেস, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য বকেয়া এবং প্রতিটি সম্পদ/অধিকার/স্বার্থের আইনি হস্তান্তরযোগ্যতা যাচাই করবেন। কোনো লিজ, লাইসেন্স, পারমিট বা অনুমোদনের কোনো হস্তান্তর, মিউটেশন, নবায়ন, প্রতিস্থাপন বা অব্যাহত রাখা প্রযোজ্য আইন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সাপেক্ষে থাকবে (যেখানে প্রয়োজন), এবং শুধুমাত্র এই নিলামের কারণে লিকুইডেটরের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না।
৩. সমস্ত সম্পদের বিবরণ সহ আইনি জটিলতা (যদি থাকে) ই-অকশন প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্টে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিলামে অংশ নেওয়ার আগে এগুলি বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হবে।
৪. এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র ই-অকশনে অংশ নেওয়ার একটি আমন্ত্রণ এবং এটি লিকুইডেটর বা কর্পোরেট ডেটরের কোনো প্রস্তাব, প্রতিনিধিত্ব, আশ্বাস বা বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা গঠন করে না। প্রক্রিয়া এবং যেকোনো বিক্রয় আইবিসি, প্রযোজ্য রেগুলেশনস, মাননীয় এনসিএলটি এবং অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ/নির্দেশনা এবং ই-অকশন প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্টের সাপেক্ষে থাকবে। লিকুইডেটর প্রযোজ্য আইনের সাপেক্ষে এবং লিকুইডেটরের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি তৈরি না করেই সময়সীমা/শর্তাবলী সংশোধন, আরও তথ্য চাওয়া, কোনো বিডারকে প্রত্যাখ্যান বা অযোগ্য ঘোষণা করা, বা প্রক্রিয়া বাতিল/সংশোধন করার অধিকার সহ আইনে উপলব্ধ সমস্ত অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৫. বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত রেগুলেশনগুলির বিধান সাপেক্ষে হবে। যোগ্য বিডারদের নাম **https//baanknet.com** পোর্টালে ই-অকশনে অংশগ্রহণ করবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. যোগ্য বিডারদের ইমেলের মাধ্যমে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৬. ই-অকশন কঠোরভাবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", "যাই থাক না কেন" এবং "বিনা দায়ে"** ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী **https//baanknet.com**-এ উপলব্ধ ই-অকশন প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্টে উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. সম্পদের যথাযথ সতর্কতা এবং পরিদর্শন/সাইট ভিজিট ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকাল ৫টা পর্যন্ত **ip.dkvte@gmail.com**-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর পূর্বানুমতি সাপেক্ষে করা যাবে।
৮. সম্ভাব্য বিডাররা একটি ঘোষণাপত্র জমা দেবেন যে তারা প্রযোজ্য সীমা পর্যন্ত কোডের সেকশন ২৯এ-এর অধীনে কোনো অযোগ্যতায় ভুগছেন না এবং যদি কোনো পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে জমা দেওয়া বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের মধ্যে জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য চার্জ (যদি থাকে) অন্তর্ভুক্ত নয়।
১০. সম্ভাব্য বিডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেবেন, যার মধ্যে ইলেকট্রনিক অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপ্টসি কোডের সেকশন ২৯এ-এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
১১. সম্ভাব্য বিডাররা শুধুমাত্র বাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) করবেন।
১২. যদি সর্বোচ্চ বিডার উপরে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত কারণ সহ অযোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. বিক্রয়টিকে আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩২(বি)-এর অধীনে একটি স্লাম্প সেল হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, নগদ এবং নগদ সমতুল্য ব্যতীত, এবং শুধুমাত্র সেই সম্পদ, অধিকার এবং স্বার্থগুলি অন্তর্ভুক্ত করবে যা আইনিভাবে অর্পিত এবং কর্পোরেট ডেবটরের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য, বিস্তারিত ই-অকশন প্রসেস ইনফরমেশন ডকুমেন্ট এবং প্রযোজ্য আইন সাপেক্ষে।
১৪. কোনো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, **www.ibbi.gov.in**-এ উপলব্ধ সচরাচর জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং গাইডেন্স ডকুমেন্টগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকন্তু, আপনি ফোন নং +৯১ ৮২৯১২২০২২০ অথবা ইমেইল আইডি **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
১৫. সময়সীমার কোনো পরিবর্তন ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
১৬. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগকারী ব্যক্তি শ্রী মনীশ জৈন, ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১ ইমেইল **ip.dkvte@gmail.com**

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
এ বিষয়ে লিকুইডেটর
মেসার্স দুতেরিয়াহ অ্যান্ড কালেজ ভ্যালি টি এস্টেট প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত বৈধ
ইমেল আইডি : ip.dkvte@gmail.com
ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা - ৭০০০১৩

তারিখ : ০১.০৯.২০২৬
স্থান : কলকাতা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট
মঙ্গলবার ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ● পেজ ৮

হাতের মুঠোয় মিসলেনিয়াস

পর্ব ৩

গত দু'টি পর্বে মিসলেনিয়াস পরীক্ষা নিয়ে আমাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছি। বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্রের ধরন বিশ্লেষণ করে, এবারও দেওয়া হল বাছাই করা আরও ২৫টি প্রশ্ন। লিখলেন বেস্ট সেলার 'জানা-অজানা পশ্চিমবঙ্গ'-র লেখক এবং ইন্ডিয়ান অডিট এন্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক অনিন্দ্য কিশোর।

২৬. স্থির উষ্ণতায় কোনও পরিবাহীর রোধ পরিবাহী তারের দৈর্ঘ্যের-এর সঙ্গে কী ভাবে পরিবর্তিত হয়?
A) ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়
B) বর্গমূলের সঙ্গে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়
C) অপরিবর্তিত থাকে
D) সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়

২৭. পশ্চিমবঙ্গের কোন নদীকে 'ত্রাসের নদী' বলা হয় এবং এটি কোন হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে?
A) দামোদর - খামারপাত পাহাড়
B) মহানন্দা - পাগলাঝোরা জলপ্রপাত
C) তোর্সা - চুম্বি উপত্যকা
D) তিস্তা - জেমু হিমবাহ

২৮. মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত প্রথম সর্বভারতীয় গণআন্দোলন কোনটি ছিল?
A) চম্পারণ সত্যাগ্রহ
B) খেদা আন্দোলন
C) রাওলাট সত্যাগ্রহ
D) অসহযোগ আন্দোলন

২৯. দু'টি সংখ্যার গসাগু ১২ এবং লসাগু ২৪০। যদি একটি সংখ্যা ৪৮ হয়, তবে অপর সংখ্যাটি কত?
A) ৩৬
B) ৪০
C) ৫০
D) ৬০

৩০. একুয়া রেজিয়া বা রাজঅম্ল তৈরিতে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) আয়তনগত অনুপাত কত থাকে?
A) ১ : ৩
B) ৩ : ১
C) ১ : ১
D) ২ : ৩

৩১. ভারতের কোন রাজ্যটি তিন দিক থেকে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত?
A) ত্রিপুরা
B) মেঘালয়
C) মিজোরাম
D) অসম

৩২. ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারায় 'অর্থবিল'-এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে?
A) ১০৮ নম্বর ধারা
B) ১০৯ নম্বর ধারা
C) ১১০ নম্বর ধারা
D) ১১২ নম্বর ধারা

৩৩. A, B এবং C একটি ব্যবসা শুরু করে যথাক্রমে ১২,০০০, ১৫,০০০ এবং ১৮,০০০ মূলধন নিয়ে। বছর শেষে মোট ১০,৫০০ লাভ হলে, B-এর লভ্যাংশ কত হবে?
A) ৩,৫০০
B) ২,৮০০
C) ৪,২০০
D) ৩,০০০

৩৪. জাতীয় ধান গবেষণা কেন্দ্র (ICAR-NRRI) ভারতের কোথায় অবস্থিত?
A) কটক
B) দেরাদুন
C) সিমলা
D) রাজামুন্দ্রি

৩৫. ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু 'ইন্দিরা পয়েন্ট' কত ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত?
A) 8° 4' N
B) ৬° 45' N
C) 12° 3' N
D) 37° 6' N

৩৬. কোন সংবিধান সংশোধন আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কর্তব্য যুক্ত করা হয়েছিল?
A) ২৪তম সংবিধান সংশোধন, ১৯৭১
B) ৩৬তম সংবিধান সংশোধন, ১৯৭৫
C) ৪৪তম সংবিধান সংশোধন, ১৯৭৮
D) ৪২তম সংবিধান সংশোধন, ১৯৭৬

৩৭. একটি লম্ববৃত্তাকার চোঙের ব্যাসার্ধ ২০% হ্রাস করা হলো এবং উচ্চতা ৫০% বৃদ্ধি হলো। চোঙটির আয়তনের কী পরিবর্তন হবে?
A) ৪% বৃদ্ধি
B) ৪% হ্রাস
C) ১০% বৃদ্ধি
D) কোনও পরিবর্তন হবে না

৩৮. জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)-র প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
A) জেনেভা
B) প্যারিস
C) নিউ ইয়র্ক
D) রোম

৩৯. বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহের '১০ শতাংশ নিয়ম' কে প্রবর্তন করেছিলেন?
A) আর্থার টানসলে
B) আর্নস্ট হেকেল
C) রেমন্ড লিন্ডেম্যান
D) ই পি ওডাম

৪০. ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) মূলত কোন অর্থনৈতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে রূপায়িত হয়েছিল?
A) মহলানবিশ মডেল
B) গ্যাডগিল মডেল
C) সি রঙ্গরাজন মডেল
D) হ্যারড-ডমার মডেল

৪১. একটি শহরের জনসংখ্যা প্রতি বছর ১০% হারে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে শহরের জনসংখ্যা ১২১০০ হলে, ঠিক ২ বছর আগে জনসংখ্যা কত ছিল?
A) ১০০০০ জন
B) ১১০০০ জন
C) ১২০০০ জন
D) ৯০০০ জন

৪২. প্রখ্যাত বাংলা উপন্যাস চাঁদের পাহাড়-এর রচয়িতা কে?
A) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় B) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় C) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
D) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৩. নীচের কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দের বেগ সব চেয়ে বেশি হয়?
A) শূন্য মাধ্যম
B) গ্যাসীয় মাধ্যম
C) কঠিন মাধ্যম
D) তরল মাধ্যম

৪৪. পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু কোন পর্বতশ্রেণির অন্তর্গত?
A) দার্জিলিং-কার্শিয়াং রেঞ্জ
B) চোলা রেঞ্জ
C) মহালধিরাম রেঞ্জ
D) সিঙ্গালীলা রেঞ্জ

৪৫. ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ কোন ৩টি দেশে যৌথ ভাবে আয়োজিত হয়েছে?
A) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো
B) ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগাল
C) ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে
D) জার্মানি, পোল্যান্ড ও ইতালি

৪৬. A ও B একত্রে একটি কাজ ১৫ দিনে সম্পন্ন করতে পারে। B একা যদি কাজটি ২০ দিনে করতে পারে, তবে এ ছাড়া A একা কত দিনে ওই কাজটি শেষ করবে?
A) ৩০ দিনে
B) ৬০ দিনে
C) ৪৫ দিনে
D) ৪০ দিনে

৪৭. ফটোগ্রাফিক ফিল্মে আলোক-সংবেদী উপাদান হিসেবে নীচের কোন রাসায়নিকটি ব্যবহৃত হয়?
A) সিলভার ক্লোরাইড
B) সোডিয়াম থায়োসালফেট
C) সিলভার ব্রোমাইড
D) পটাশিয়াম নাইট্রেট

৪৮. সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন বন্দর শহর লোথাল বর্তমানে ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?
A) রাজস্থান
B) পঞ্জাব
C) হরিয়ানা
D) গুজরাত

৪৯. বাঁকুড়া জেলার কোন মন্দিরকে বাংলার টেরাকোটা শিল্পের রত্ন বলা হয়ে থাকে?
A) শ্যামরায় মন্দির
B) তারাপীঠ মন্দির
C) দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির
D) কালনা শিব মন্দির

৫০. ২০২৬ সালের ২৫ তম শীতকালীন অলিম্পিক গেমস কোন শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে?
A) বেইজিং
B) মিলান-কর্টিনা
C) প্যারিস
ঙ) লস অ্যাঞ্জেলেস

উত্তরমালা

২৬. D	২৭. D	২৮. C	২৯. D	৩০. A
৩১. A	৩২. C	৩৩. A	৩৪. A	৩৫. B
৩৬. D	৩৭. B	৩৮. B	৩৯. C	৪০. D
৪১. A	৪২. B	৪৩. C	৪৪. D	৪৫. A
৪৬. B	৪৭. C	৪৮. D	৪৯. A	৫০. B

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরিয়ার গঠন করতে নতুন একটি কোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়ে, ভাল সিজিপিএ আর চমৎকার রেজাল্ট করেই কি আজকের দিনের আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিতে সফল হওয়া যায়? একদমই নয়। আজকের প্রযুক্তিনির্ভর এবং প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়ায় আইটি থেকে কোর সেক্টরের কোম্পানিগুলি এমন ইঞ্জিনিয়ারদের খোঁজে, যাঁরা তাত্ত্বিক জ্ঞানে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তব সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারেন। কলেজ জীবনের অ্যাকাডেমিক জ্ঞান আর রিয়েল-ওয়ার্ল্ড ইন্ডাস্ট্রির চাহিদার মধ্যে থাকা এই বিরাট শূন্যস্থান পূরণ করতে এবার এক উদ্যোগ নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সিনার্জিয়াপ্রেপ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সিনার্জিয়াপ্রেপ

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের টেক-ইন্ডাস্ট্রির জন্য সঠিক ভাবে প্রস্তুত করতে এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম সিনার্জিয়াপ্রেপ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়িং এডুকেশন' একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদের এই যৌথ প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য শুধুমাত্র একটি প্রিন্টেড শংসাপত্র বা সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেওয়া নয়, বরং শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজ শেখানো এবং আধুনিক ইন্ডাস্ট্রির আসল রূপটির সঙ্গে পরিচয় করানো। কোর্স শুরু হচ্ছে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে। আগ্রহী পড়ুয়ারা ভর্তি হতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারো সিনার্জিয়াপ্রেপ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

জানার থেকে প্রয়োগে ফোকাস

সিনার্জিয়াপ্রেপ-এর সিইও তানবির আহমেদ জানিয়েছেন, 'পেশাদারি দুনিয়ায় বা ইন্ডাস্ট্রির সমস্যাগুলি কোনও সাধারণ পাঠ্যবইয়ের মুখস্থ করা প্রশ্নের মতো হয় না। সেখানে পরিস্থিতি বুঝে তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ করতে হয়।' এই স্পেশালাইজড কোর্সের মাধ্যমে তরুণ পড়ুয়ারা শিখবে কী ভাবে নিজেদের শ্রেণিকক্ষের তত্ত্ব বা ফর্মুলাকে কর্পোরেট জগতের বাস্তব সমস্যার সমাধানে নিখুঁত ভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

লাইভ প্রজেক্ট ও এক্সপার্টদের গাইডেন্স

এই কোর্সে প্রথাগত ক্লাসরুমের কোনও একঘেয়েমি নেই। সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে রিয়েল-টাইম প্রজেক্ট, অত্যাধুনিক টুলস এবং কেস-স্টাডির ওপর ভিত্তি করে। এখানে সরাসরি প্রফেশনাল এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের গাইডেন্সে কাজ শেখার বিশাল সুযোগ থাকছে। এমন প্রচেষ্টা যে কোনও পড়ুয়ার পেশাদারি দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে।

দু'টি স্পেশালাইজড কোর্স

বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিনার্জিয়াপ্রেপ মূলত দু'টি অত্যন্ত যুগোপযোগী এবং হাই-ডিমান্ডিং সার্টিফিকেট কোর্স করাচ্ছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল 'জেনারেটিভ এআই', যেখানে ডায়ালগ এবং স্পিচ এআই-এর বাস্তব প্রয়োগ খুব সহজে শেখানো হয়। অন্যটি হল 'অ্যাডভান্সড ডেটা অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন', যেটি জটিল ডেটা বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

প্রথম দিন থেকেই চাকরির প্রস্তুতি

চাকরিজীবনের প্রথম দিনটির জন্য অপেক্ষা করার কোনও মানেই হয় না। পড়াশোনা চলাকালীনই যদি ইন্ডাস্ট্রির কাজের ধরন পুরোপুরি আয়ত্ত করা যায়, তবে কেরিয়ারের দৌড়ে তুমি অনেকটাই এগিয়ে থাকবে।

গ্রামীণ শিক্ষার জাদুকাঠি হতে পারে ছাত্রছাত্রীদের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি

সঞ্জয়কুমার দাস

গ্রামের একটি বিদ্যালয়। সকাল গড়িয়ে যাচ্ছে। শ্রেণিকক্ষের দরজা খোলা, শিক্ষক অপেক্ষা করছেন, অথচ অনেক বেঞ্চই ফাঁকা। খাতায় হয়তো উপস্থিতির হিসাব পূর্ণ, কিন্তু বাস্তবের ছবিটি তার সঙ্গে মেলে না। অনুপস্থিতির কারণও অজানা থেকে যায়। একদিন, দুদিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। এভাবেই অনিয়মিত উপস্থিতি ধীরে ধীরে বিদ্যালয়বিমুখতা, শিক্ষার ঘাটতি এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ছুটের পথ প্রশস্ত করতে পারে। অথচ সমস্যাটিকে চিহ্নিত করার জন্য সবসময় বিপুল পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। একটি সুনির্ভর প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা অনেকখানি বদলে দিতে পারে পরিস্থিতি। ছাত্রছাত্রীদের বায়োমেট্রিক উপস্থিতি তেমনই একটি সম্ভাবনাময় ব্যবস্থা।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করানোই সাফল্যের মাপকাঠি নয়। শিশু বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসছে কি না, তার শেখার অগ্রগতি কেমন, কখন তার উপস্থিতি কমছে, বিদ্যালয়ছুটের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে কি না, এসব তথ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র মূল ভাবনার সঙ্গেও এই তথ্যনির্ভর ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে। ফলে উপস্থিতির তথ্যকে কেবল দৈনিক প্রশাসনিক কাজ হিসেবে না দেখে শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের গতিপথ বোঝার উপাদান হিসেবে দেখা দরকার।

প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষক উপস্থিতির খাতায় ক্রমিক নম্বর ধরে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নথিভুক্ত করেন। পদ্ধতিটি সহজ, দীর্ঘদিনের এবং বহু বিদ্যালয়ে কার্যকর। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। খাতা কি আমাদের বলতে পারে কে আজ অনুপস্থিত? কিন্তু দীর্ঘ সময়ের তথ্য বিশ্লেষণ না করলে বোঝা কঠিন কোন শিক্ষার্থী ক্রমশ বিদ্যালয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কোন শ্রেণিতে উপস্থিতি কমছে কিংবা কার অনুপস্থিতি একটি বৃহত্তর সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা এই জায়গায় একটি নতুন দরজা খুলতে পারে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় শিক্ষার্থীর পরিচয় যাচাই করে তার উপস্থিতি ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত হলে প্রতিদিনের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে জমা হবে। সপ্তাহ, মাস কিংবা শিক্ষাবর্ষের ভিত্তিতে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে বিদ্যালয় সহজেই শনাক্ত করতে পারবে অনিয়মিত উপস্থিতির প্রবণতা। ভারতের শিক্ষা প্রশাসনও ক্রমশ শিক্ষার্থীভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের দিকে এগোচ্ছে। ইউডাইস্‌ ব্যবস্থায় ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় স্তরে ইন্ডিভিজুয়্যাল স্টুডেন্ট ওয়াইজ তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে দেশে প্রায় ২৪.৬৯ কোটি শিক্ষার্থী নথিভুক্ত ছিল। এই বিপুল শিক্ষাব্যবস্থায় নির্ভুল ও সময়োপযোগী তথ্য যে ভবিষ্যতের শিক্ষাপ্রশাসনের অন্যতম ভিত্তি হতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

গ্রামীণ শিক্ষার বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই শহুরে শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে আলাদা। কৃষি, দিনমজুরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিযায়ী শ্রম, পারিবারিক দায়িত্ব, আর্থিক অনটন, বিদ্যালয়ের দূরত্ব কিংবা পরিবহণের অসুবিধা নানা কারণে শিশুর উপস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে কোনো শিশু নিয়মিত বিদ্যালয়ে না এলে তাকে শুধু 'অমনোযোগী' বা 'অবাধ্য' বলে দায়ী করা সমস্যার সমাধান নয়। ধরা যাক, অষ্টম শ্রেণির একটি শিশু মাসে কয়েক দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। বায়োমেট্রিক তথ্যের মাধ্যমে বিষয়টি দ্রুত নজরে এলে শিক্ষক অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। হয়তো জানা গেল, পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে শিশুটিকে কাজে সাহায্য করতে হচ্ছে। আবার অন্য কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেল, পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ার কারণে শিশুটি বিদ্যালয়ে আসতে চাইছে না। সমস্যার কারণ জানা গেলে সমাধানের পথও খোঁজা সম্ভব। অর্থাৎ বায়োমেট্রিক যন্ত্র শিশুর সমস্যা সমাধান করবে না, কিন্তু সমস্যাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে।

একজন শিক্ষার্থী সাধারণত হঠাৎ করে বিদ্যালয়ছুট হয়ে যায় না। তার আগে অনেক সময় উপস্থিতি কমে, পড়াশোনায় আগ্রহ কমে, ফল খারাপ হয় এবং ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই লক্ষণগুলো যদি তথ্যের মাধ্যমে আগে ধরা যায়, তাহলে প্রতিরোধের সুযোগ তৈরি হয়। ২০২৪-২৫ সালের ইউডাইস্‌ তথ্য অনুযায়ী ভারতে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ছুটের হার ০.৩ শতাংশ, উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ৩.৫ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরে ১১.৫ শতাংশ। অর্থাৎ উচ্চতর শ্রেণিতে পৌঁছনোর সঙ্গে বিদ্যালয়ছুটের সমস্যা এখনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বায়োমেট্রিক উপস্থিতিকে তাই একটি 'অগ্রিম সতর্কতা পদ্ধতি' হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নির্দিষ্ট সীমার নিচে নেমে গেলে শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকের কাছে সতর্কবার্তা পৌঁছতে পারে। তখন অনুপস্থিতিকে শাস্তির বিষয় হিসেবে না দেখে সমস্যার সংকেত হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব হবে।

লোকসমাজে প্রচলিত প্রবাদ, 'অর্থই অনর্থের মূল।' আসলে অর্থ নয়, অর্থের প্রতি অসৎ লোভই অনর্থের জন্ম দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই অনৈতিকতা আরও ভয়ংকর, কারণ এখানে ক্ষতির শিকার হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। সরকার শিক্ষার অধিকারকে বাস্তবায়িত করতে বিদ্যালয়শিক্ষার সঙ্গে নানা সহায়ক কর্মসূচি যুক্ত করেছে। তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ পিএম পোষণ, অর্থাৎ বিদ্যালয়ে পুষ্টিকর রান্না করা খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য শুধু শিশুর ক্ষুধা নিবারণ নয়; বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়ানো, শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং পুষ্টির উন্নতিও এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কিন্তু প্রশ্ন উঠতেই পারে, যে শিশু বিদ্যালয়েই আসে না, তার নাম যদি কাগজে-কলমে নিয়মিত উপস্থিত দেখানো হয়, তাহলে সেই শিশুকে কেন্দ্র করে তৈরি সরকারি হিসাব কতটা বাস্তব?

কোনো কোনো বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি দেখিয়ে সরকারি নথি পূর্ণ রাখার অভিযোগ শোনা যায়। যদি এমন অনিয়ম সত্যিই ঘটে, তাহলে ক্ষতিটা বহুমাত্রিক। একদিকে সরকারি অর্থ ও খাদ্যসামগ্রীর হিসাবের স্বচ্ছতা প্রশ্নের মুখে পড়ে, অন্যদিকে বিদ্যালয়ছুট শিশুর প্রকৃত সংখ্যা সরকারি দপ্তরের কাছে পৌঁছয় না। ফলে যে শিশুকে খুঁজে বিদ্যালয়ে ফেরানো দরকার, সরকারি পরিসংখ্যানে সে হয়তো এখনও 'নিয়মিত শিক্ষার্থী'। এখানেই সমস্যাটি আরও গভীর। মিথ্যা উপস্থিতি শুধু সরকারি হিসাবকে ভুল করে না, শিক্ষার বাস্তব ছবিটাকেও আড়াল করে। ধরা যাক, কোনো বিদ্যালয়ের নথিতে প্রতিদিন ২০০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত দেখানো হচ্ছে। কিন্তু বায়োমেট্রিক তথ্য বলছে, নিয়মিতভাবে ১৩০-১৪০ জনের বেশি বিদ্যালয়ে আসছে না। এই ব্যবধানটি নিজেই তদন্তের কারণ হতে পারে।

এখানে কাউকে আগেভাগে অপরাধী ঘোষণা করার প্রশ্ন নেই। বরং প্রযুক্তি একটি স্বাধীন ও যাচাইযোগ্য তথ্যসূত্র তৈরি করবে। উপস্থিতির তথ্য, বিদ্যালয়ের মোট নথিভুক্ত শিক্ষার্থী, মধ্যাহ্নভোজনের হিসাব এবং দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতির প্রবণতা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অস্বাভাবিকতা সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, অনিয়মের সম্ভাবনা থাকলেও সিদ্ধান্ত নেবে তথ্য ও তদন্ত, ব্যক্তিগত অভিযোগ নয়। বায়োমেট্রিক উপস্থিতিকে পিএম পোষণের তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে যত শিক্ষার্থী উপস্থিত, তাদের সংখ্যার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনের দৈনিক হিসাবের একটি যৌক্তিক সামঞ্জস্য থাকা স্বাভাবিক।

যদি কোনো বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি দীর্ঘদিন ১২০ জনের আশেপাশে থাকে, অথচ খাবার গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়মিতভাবে ১৮০ দেখানো হয়, তাহলে বিষয়টি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অবশ্যই এই ব্যবধান দেখেই দুর্নীতির সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বিদ্যালয়ের সময়সূচি, উপস্থিতির ধরন, সরকারি নিয়ম এবং স্থানীয় পরিস্থিতিও বিবেচনায় নিতে হবে। কিন্তু তথ্যের অস্বাভাবিকতা শনাক্ত করা গেলে অন্তত প্রশ্নটি তোলা সম্ভব হবে। আর প্রশ্ন তোলার সুযোগই স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রথম শর্ত। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করেন। তাই বায়োমেট্রিক ব্যবস্থাকে শিক্ষকসমাজের প্রতি অবিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবে দেখা উচিত নয়। বরং এটি হতে পারে একটি সুশৃঙ্খল যাচাই এবং সামঞ্জস্য বিধান ব্যবস্থা।

উপস্থিতির তথ্য, মধ্যাহ্নভোজনের হিসাব এবং শিক্ষার্থীর নথি নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে ব্লক বা জেলা পর্যায়ের আধিকারিকরা তা যাচাই করতে পারেন।

প্রয়োজনে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি ও অভিভাবকদেরও নির্দিষ্ট পর্যায়ে তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। তাহলে কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থা নয়, ব্যবস্থাটিই এমন হবে যেখানে অনিয়মের সুযোগ কমে যাবে। বায়োমেট্রিক উপস্থিতির পূর্ণ সম্ভাবনা তখনই কাজে লাগবে, যখন উপস্থিতির তথ্যকে শিক্ষার্থীর শেখার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কেউ নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে, অথচ পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে। আবার কেউ অনিয়মিত এবং একই সঙ্গে শেখার ঘাটতিও বাড়ছে। দুজনের সমস্যা এক নয়। উপস্থিতি ও শিক্ষাগত অগ্রগতির তথ্য একসঙ্গে বিশ্লেষণ করা গেলে শিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক শিক্ষণ, অতিরিক্ত অনুশীলন বা অভিভাবক-যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

পিএমশ্রী বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর পরিচিতি এবং তার শিক্ষাগত অগ্রগতি অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থায় তাই উপস্থিতি, শিক্ষার্থী-পরিচিতি এবং শিক্ষণ পফফহতিকে একটি সমন্বিত তথ্যব্যবস্থার মধ্যে আনার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

তবে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করার আগে গ্রামীণ বিদ্যালয়ের বাস্তব সমস্যাগুলিও বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেটের সমস্যা থাকতে পারে। কোথাও যন্ত্র নষ্ট হলে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে। শিক্ষককে যদি প্রতিদিন প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানেই ব্যস্ত থাকতে হয়, তাহলে মূল শিক্ষাদানই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই প্রয়োজন হবে অফলাইন ডাটা স্টোরেজ, পরে সিঙ্ক্রোনাইজেশনের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের বিকল্প ব্যবস্থা এবং স্থানীয় স্তরে দ্রুত প্রযুক্তিগত সহায়তা। শিক্ষককে প্রযুক্তির 'অপারেটর' না বানিয়ে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে প্রযুক্তি শিক্ষককে সাহায্য করে, অতিরিক্ত বোঝা না হয়।

বায়োমেট্রিক মানেই ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য। শিশুদের ক্ষেত্রে তাই তথ্যের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কোন তথ্য সংগ্রহ করা হবে, কোথায় সংরক্ষিত হবে, কারা তা ব্যবহার করতে পারবেন, কতদিন রাখা হবে এবং কীভাবে অপব্যবহার রোধ করা হবে, সবকিছুর সুস্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন। শিশুর তথ্য কখনও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। প্রযুক্তির নামে অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহও কাম্য নয়। শিশুর গোপনীয়তা ও মর্যাদা রক্ষা করেই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আসল লক্ষ্য সরকারি টাকা নয়, শিশুর ভবিষ্যৎ।

সবশেষে মনে রাখতে হবে, বায়োমেট্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সাফল্য কত টাকা বাঁচল, কত অনিয়ম ধরা পড়ল কিংবা কত বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়ল, তা দিয়ে বিচার করা অনুচিত। আসল প্রশ্ন হলো, কতজন শিশুকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা গেল। একটি শিশুর নাম খাতায় উপস্থিত থাকতে পারে, সরকারি পরিসংখ্যানে তার নাম থাকতে পারে, তার নামে খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধার হিসাবও থাকতে পারে। কিন্তু সে যদি শ্রেণিকক্ষে না থাকে, তাহলে তার শিক্ষার অধিকার বাস্তবে পূরণ হচ্ছে না। সুতরাং বায়োমেট্রিক উপস্থিতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত অনুপস্থিত শিশুকে খুঁজে বের করা, তার অনুপস্থিতির কারণ জানা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে তাকে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা। প্রযুক্তি এখানে শাস্তির হাতিয়ার নয়, শিশুকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার অ্যালার্ম।

একটি বায়োমেট্রিক যন্ত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান রাতারাতি বদলে দেবে না। ভালো শিক্ষক চাই, উপযুক্ত পাঠ্যক্রম চাই, গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানাগার চাই, পর্যাপ্ত পরিকাঠামো চাই। সর্বোপরি চাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মানবিক সম্পর্ক। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থার পাশে যদি উপস্থিতির একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি হয়, তাহলে গ্রামীণ শিক্ষায় নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারে। কারণ উপস্থিতি নিছক একটি সংখ্যা নয়। প্রতিটি উপস্থিতির পিছনে রয়েছে একটি শিশুর বিদ্যালয়ে থাকার বাস্তবতা। আবার প্রতিটি দীর্ঘ অনুপস্থিতির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে একটি পরিবার, একটি আর্থিক সংকট, একটি সামাজিক সমস্যা কিংবা একটি হারিয়ে যেতে বসা শিক্ষাজীবন। সেই অদৃশ্য সমস্যাকে দৃশ্যমান করাই প্রথম কাজ। তাই বায়োমেট্রিক উপস্থিতিকে যদি নজরদারির যন্ত্র না বানিয়ে শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ, বিদ্যালয়ছুট প্রতিরোধ, সরকারি অর্থের স্বচ্ছতা, মধ্যাহ্নভোজনের সঠিক হিসাব এবং বিদ্যালয় প্রশাসনের জবাবদিহির সমন্বিত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তবে তা সত্যিই গ্রামীণ শিক্ষার যাদুকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

যে শিশুকে খাতায় উপস্থিত দেখিয়ে বাস্তবে অনুপস্থিত রাখা হয়, তাকে খাতার পাতায় নয়, বাস্তব শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনাই হবে এই প্রযুক্তির প্রকৃত সার্থকতা। আর সেই দিনই বায়োমেট্রিক উপস্থিতি মেশিন থাকবে না; হয়ে উঠবে গ্রামীণ শিক্ষার আয়না, প্রশাসনের জবাবদিহির প্রহরী এবং একটি শিশুর ভবিষ্যৎ রক্ষার নীরব সহযাত্রী।

তথ্যসূত্র

- মিড-ডে-মিল, কিশোরকুমার দাস, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১৮
- উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য